বীরাবলী কাব্য।

BIRABALI KAVYA.

BY

RAJA UPENDRA NARAIN ROY CHOWDHRY.
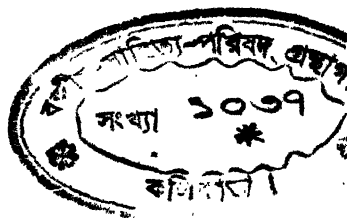
BAGH DANGA.

শ্রীযুক্ত রাজা উপেন্দ্রনারায়ণ রায়চৌধুরী

প্রণীত।

কলিকাতা।

পটলডাঙ্গা রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট ৩ নং বাটীতে

নূতন ভারত যন্ত্রে

শ্রীরামনৃসিংহ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

১৮৮৮।

দুষ্প্রাপ্য

বীরাবলীকাব্য।

BIRÁBALI KÁWYA.

BY

RAJÁ UPENDRA NARAIN ROY CHOWDHRY.

BAGH DANGA.

শ্রীযুক্ত রাজা উপেন্দ্রনারায়ণ রায়চৌধুরী
প্রণীত।

কলিকাতা।

পটলডাঙ্গা রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট ৩ নং বাটীতে
নূতন ভারত যন্ত্রে
শ্রীরামনৃসিংহ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

১৯২৮।

মূল্য ।।৵০ দশ আনা।

উৎসর্গ পত্র।

মান্যবর নরকুল পূজ্য জমুযাধিপতি শ্রীযুক্ত রাজা নরেন্দ্র নারায়ণ রায় মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয় আমার প্রতি সর্ব্বদা স্নেহানুরাগ প্রকাশ করিয়া থাকেন কিন্তু আমার এরূপ কোন গুণ নাই যে তৎযোগ্য হইতে পারি। দেবরাজ আসার বর্ষণে যেরূপ ক্ষেত্রস্থ শস্য শ্রেণি ফলবান করেন সেইরূপ মহাশয়ের কৃপাসারে মদীয় আশা-ক্ষেত্র-সংরোপিত-বীজ অবশ্যই অভীষ্ট ফল প্রসব করিবে। এজন্য মহাশয়কে যথা কালে এই 'বীরাবলী" অভিনব কাব্যকুসুম সমর্পণ করিলাম, এক্ষণে অনুগ্রহ করিয়া এইটি গ্রহণ করিলে পরিশ্রম সফল হয়। ইহাতে আমি কতিপয় বীরদিগের বীরত্ব বর্ণনা করিতে চেষ্টা করিয়াছি। পূর্ব্ব প্রণীত "শ্রীরামবনবাস" কাব্য যে ছন্দে রচিত হইয়াছিল ইহাও সেই ছন্দে রচিত হইল। অত্র বিষয়ে এই মাত্র বক্তব্য যে ভবৎসদৃশ মহোদয়গণ কর্ত্তৃক সমাদৃত না হইলে ইহা সমস্তই বিফল, আরো যে সন্দেহ তিমির রাশিতে আচ্ছন্ন আছি তাহা গুণীগণ প্রশংসাদর প্রভায় বিদূরিত হইলেই সম্পূর্ণ আনন্দের বিষয়। নিবেদন ইতি

ব্যাঘ্রডাঙ্গা }
সম্বৎ ১৯২৮ ৩রা ভাদ্র }

গ্রন্থকারস্য
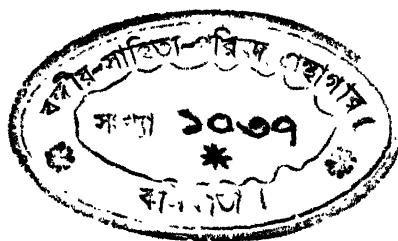
বীরাবলীকাব্য
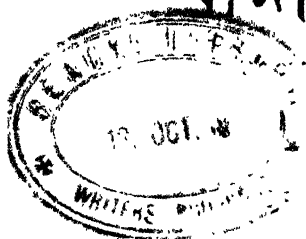
প্রথমসর্গ।

(সুগ্রীবের সহ রামের মিত্রত ।)

অযোধ্যাধিপতি রাজা দশরথের পুত্র শ্রীরামচন্দ্র দেব পিতৃ-সত্য-পালনার্থে লক্ষ্মণ ও সীতাদেবী সমভিব্যাহারে দণ্ডকারণ্যে অবস্থিতি করিতেছিলেন। একদা মৃগয়া উপলক্ষে ভ্রাতৃদ্বয় বনমধ্যে প্রবেশ করিলে রক্ষোনিধি লঙ্কাধিপতি দশানন সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া যায়। পরে রামচন্দ্র পত্নীশোকে নিতান্ত কাতর হইয়া, কানন ভ্রমণ করিতে করিতে গান্ধারী-নাম্নী রাক্ষসীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। গান্ধারীর মুখে উপদেশ স্বরূপ কিঞ্চিৎ বৃত্তান্ত অবগত হইয়া স্বকার্য্যসাধনাভিলাষে ঋষ্যশৃঙ্গনিবাসী সুগ্রীবাদির সহিত সখ্য সংস্থাপন করিবার নিমিত্ত ঋষ্যমুখে উপনীত হন। মহাবলী হনূমান্ দুই রঘুবীরকে ভণ্ডযোগী-বেশধারী বালীরাজ-প্রেরিত দূত মনে করিয়া সম্মুখীন হইয়া

তাঁহাদিগের প্রতি ভৎর্সনাসূচক বাক্য প্রয়োগ করেন। অনন্তর রঘুরাজ আত্ম-পরিচয় প্রদান করিলে সুগ্রীব ভ্রাতৃদ্বয়ের সহিত মিত্রতাপাশে আবদ্ধ হন এবং হনূমান্ রামচন্দ্রের শিষ্যত্ব স্বীকার করেন।

পম্পানদী পূত স্রোতে দেহ অবগাহি,
যথাবিধি পিতৃলোক তর্পণাদি সাঙ্গি
প্রাতঃ কালে, উতরিলা রঘুরাজ মণি,
সুমতি লক্ষ্মণ সহ এবে ঋষ্য মুখে
দ্রুতগতি. যথা-যবে গহন কাননে
হেরি বন-বিহারিণী কুরঙ্গিনী বৃন্দে,
তীব্রতর প্রহরণ সহ উতরয়ে
তথা নিষাদ সত্বরে—বধিতে তাহারে!
শোভে সে অদ্রি—তুপাশে কিবা তরু-রাজী
রম্য—পূর্ণ ফল ফুলে! হাসিছে স্তবকি
অবিরল ফুলকুল; যথা হাসে তারা!
কুহুস্বরে গানকরে শাখা-মুখে বসি
সুখে কোকিল কুল, মোহিত বীর পঞ্চ
জনার হিয়া! ভ্রমর পুঞ্জ গুঞ্জরিছে
নিরন্তর; তাহে, মরি, বসন্ত-উদয়——
পোড়ে রাঘবের প্রাণ প্রাণকান্তা-শোকে,
পোড়ে যথা বনরাজী বজ্রানল-তেজে!
হেথা নিরীক্ষণি হনু তুই রঘুবীরে,——
মহারোষে অগ্রসরি, বলী বালিরাজ
ছদ্ম অতিথির বেশে পাঠাইলা ভাবি
এদোহে, ঘোরগর্জ্জি-যথা গর্জ্জে গম্ভীরে
অম্বরে জীমূত, কহিলা তোরা কেবা তুই

জন ; কিসের লাগিয়ে আসিলি হেথায় ?
হেরি তোদের মূরতি মোর মনে লয়,
ভণ্ড-যোগী-বেশে তোরা এসেছিস্ এবে
উভয়ে ? কোন সাহসে, বল, এলিহেথা,
নতুবা মারি অরি, রে ! মর, বাহুবলে,
আশুগতি পুত্র আশু ঘুচাইবে এবে।
এ কুহক ? এপর্ব্বতোপরি রহে সদা,
বীর হনুমান :—হায় ! যার বাহুবলে
কাঁপে এজগৎ ত্রাসে—করি যদি রণ,
যথা কাঁপে নাগকুল অতল পাতালে
শুনিয়া অদূরে হায় খগেন্দ্রের ধ্বনি !
তাহে রহেন আপনি সুমতি সুগ্রীব,
আর নল নীল শূর ভীম-পরাক্রমী,
সহ জাম্বুবান্ মন্ত্রী—ভুবন-বিখ্যাত !
এই শুনি লোক মুখে ভণ্ডের কুরীতি,
ধন-লাভ-লোভে, হায় ! বিপক্ষের পক্ষ
হয়ে, চুরি করি আসি অতি সাবধানে
বধয়ে তাহার প্রাণ দিয়া জলাঞ্জলি
ধর্ম্মে ;—কুখ্যাতি-রূপ কলঙ্ক রাখে কুলে !
দিনু ছাড়ি এবে ; পালা উভে প্রাণ লয়ে ?
কিম্বা আন্ ডাকি দূত, সেদুষ্ট বালীরে ?
বাঁচিবে কিসে, এ পঞ্চজন বীর হস্তে,
আসে সমরিতে যদি এ ঘোর বিপিনে ?
হায় ! কেশরী-সম্মুখে পড়িলে শৃগাল
কবে সে বাঁচে ? এ সার কহিলাম আমি !"
মহাত্রাসে রঘুবর সজল নয়নে
প্রাঞ্জলি, কহিলা তবে সুমধুর স্বরে
করি মিনতি ;—"হে-ভীম পরাক্রমী হনু,

নহি মোরা দূত বালী রাজার ; নহিগো !
ভণ্ড যোগীও—ভাব যা, শূর মনে মনে !
নিরাশ্রয় মোরা এবে, আশ্রয় লইতে
আসিয়াছি তোমাদের,—তপন-তাপেতে
তাপি পথিক নিচয় যথা, বহুশাখা
বৃক্ষাশ্রয়ে আসে, হায় ! শ্রান্তি-লাভ-লোভে !
পড়িয়াছি, বলী, আমি বিপজ্জালে, বনে,
পড়ে যথা পিপাসিত-কুরঙ্গ, অবোধ
মরীচিকা-জল ভ্রমে সদ্য মৃত্যু মুখে ;
তার, কৃপা করি আজি, বিপদ-তারক !
ভিখারী জনের প্রতি কর যদি দয়া,—
[হায়, জগদীশ্বর ! কিসুখে আর আমি
ধরি এ পোড়া পরাণ !] কহি তবে কিঞ্চিৎ,
হে পবন-পুত্র, মোর বিপদের কথা !
অযোধ্যাধিপতি রাজকুল-মণি রথী
দশরথ—মরামর-খ্যাত, পুত্র মোরা
চারিটী, তাঁহার ;—হায় ! (দৈব বিড়ম্বনে)
পিতৃ সত্য পালনার্থে, শূর, আসিলাম
আমরা দুজনে বনে কুল বধূ সহ !
এখনো ফাটিছে বুক কহিতে সে কথা !
এত যে দুঃখ, তবুও কুটীরনির্ম্মিয়া
পঞ্চবটী বনে, আহা ছিলেম আমরা,
মহা সুখে ; উচ্চতর তরু শাখে বাঁধি
নীড়, থাকয়ে যেমতি হেমাঙ্গী বিহঙ্গী
আপন শাবক লয়ে ! বিখ্যাত, হে হনূ,
লঙ্কা, রাক্ষসের পুরী, তথাকার রাজা
রক্ষঃ কুলপতি দুষ্ট দশানন বলী
পরম অধর্ম্মাচারী ; সূর্পণখা নাম্নী

হায়রে, ভগিনী-তার—কুলটা, (লোকের
মুখে শুনিয়া থাকিয়া, হে শূর অবশ্য !
সেই পাপী, হে বায়ুজ, তার অনুরোধে
হরিল, হায়, গোপনে জীবন-রতন
মোর পত্নী সীতাদেবী—শশধরাননা !
বীর বীর্য্যে, বীর, কর এবে ফলবতী
আশালতা মোর,—এই ভিক্ষা মাগিতেছে
আজি তোমাদের কাছে ভিখারী রাঘব ! ”
বনবাসী ভিখারীর, দেখ দশা এই.—
পোড়া কপালের দোষে পিতৃ-মাতৃ-হীন ;
সবন্ধু বান্ধব, বলী, হারাইনু আমি,—
হারাইলে মহারত্ন সহসা, যেমতি
মরে মনোদুঃখে দীন দরিদ্র নিচয় !
পরম অধর্ম্মাচারী রক্ষঃ-কুল-পতি,
যথোচিত তারে দিয়া শাস্তি, কৃপা করি,
রক্ষা করগো রাঘবে, উদ্ধারি সীতায় !
নীরবিলা রামচন্দ্র বিষাদে নিশ্বাসি !
বিস্ময় মানি ভাবিলা হনু মনে মনে ;—
“শুনিয়াছি আমি কত শত ঋষি মুখে
ইতঃ পূর্ব্বে, রঘুবংশে জনম লবেন
(নর নারায়ণ রূপে) রামগুণ মণি
অযোধ্যায়, খণ্ডিতে সতের দুঃখ, মরি,
দণ্ডি পাপীজনে ! সেই নারায়ণ বুঝি ;
কেননা—শশাঙ্ক সম হেরি দিব্য মূর্ত্তি !
শত শরদের শশী কলা সমা, মরি
আলোকিছে বন রাজী, কান্তির ছটায় ;
দেব ভিন্ন নরলোকে কার হেন রূপ ?
দূর্ব্বাদল-শ্যাম-বর্ণ ; জটাজুট শিরে ;

আজানু-লম্বিত-বাহু ; গুরু উরু ; কিবা
ক্ষীণ-কটি ; সুধা-পূর্ণ মধুর অধর ;
বাস বাকল—উভের ; প্রচণ্ড কোদণ্ড—
মরামর-ত্রাস,—সহ তূণ দোলে পৃষ্ঠে !
ধ্বজ-বজ্র-পদ্মাঙ্কুশ-চিহ্ন পদ-যুগে,
ত্রিভুবন-মোক্ষালয় ! কোমল-কমল
গঞ্জন, হায় কমল-চরণ-যুগল !
হেরি, এ বর বরণ, অহরহঃ পত্নী
বিরহ জ্বালায় [হইয়াছে] কালিবর্ণ
তবুও চির উজ্জ্বল ও আশ্চর্য্য রূপে !
জুড়াইল মোর পোড়া নয়ন দুইটী
হেরিএ হেন সু-রূপ ! এরূপ রূপের,
মাধুরী কোথাও নাহি হেরিয়াছি আমি !
ভ্রমিনু অনেক দেশে ; স্বর্গেতে দেখেছি
বহু মূরতি,——কিন্তু হেন পুরুষ-রত্নে
মোর আঁখি কভু নাহি হেরিয়াছে এবে ?
যতবার হেরি মূর্ত্তি, ইচ্ছা হয়, যেন
সদা পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া, পূজি ভক্তিভাবে ;
যথা নরলোক পূজে নিত্য ইষ্ট দেবে !
মোর বাঞ্ছা হয় ইষ্টনিষ্ট করি, কায়
মনঃ অর্পি এপুরুষ-রত্ন-পদযুগে,
প্রজা-ব্রজ রাজব্রজে রত্ন অর্পে যথা !
রঘু-কুলোদ্ভব ইনি রামনারায়ণ
নিশ্চয় হবেন, ইথে নাহিসে সন্দেহ ! ”
পুনঃহনূ উত্তরিল, “মোহিল, হে প্রভো,
মোর মন, হেরি তব সুরূপ-মাধুরী !
এইভিক্ষা, নর-মণি, মাগে এ কিঙ্কর,
চিরকাল দাস-ভাবে এদাসে দিওহে

আশ্রয় যেন এরাঙ্গা চরণ-মাঝারে !
আহা ! দেখ প্রভু, চারিদিকে নিরীক্ষণি,——
তোমা হেরি, দেব, [দেবনারায়ণ ভাবি]
নাচিছে শিখিনী সুখে, কেকারব করি ;
গায়িছে কোকিল কুল——মধুর স্বননে
মোহি মনঃ, উথলিছে নিরন্তর, ওই.
শুন, বিহঙ্গমকুল মঙ্গল গীতের
সুস্বর-লহরী, মৃদু মধু স্বরে ! লুটি
অবিরল পরিমল পুষ্পোদ্যানে, বহে
সমীর ! নীলোর্ম্মি-দল খেলে দিবা নিশি
কল কলে ; ঝরে উৎস বারবার শব্দে
কি আর কহিবে দেব, বায়ু-পুত্র হনু !
চল লয়ে যাই তোমা যথায় সুগ্রীব
সুমতি, সঁপিবে সেও কায়, মনঃ, প্রাণ——
মরি, করিতে—তোমার—উপকার—সদা !
ধৈর্য্য-বীর্য্য গুণাকর সেই-কপিবর ! ”
পরে, হনু অনুগামি শ্রীরাম লক্ষ্মণ,
উতরিলা শৈলোপরি মহাকুতূহলে ।
শুনি মারুতি-ভারতী,——আইলা সুগ্রীব
শূর, শূর রাঘবের-কাছে, সঙ্গে মন্ত্রী
জাম্বুবান, হনুমান, আর নল নীল,
—পরাক্রমে শত্রুকুল-কাল বলী দ্বয় ।
প্রণমিলা ভক্তিভাবে রঘুরাজ-পদে
পঞ্চজন । আশিষীলা করপদ্ম অর্পি
দাশরথী । পত্রাসনে [যেনস্বর্ণাসনে]
বসিলেন সীতাকান্ত, লক্ষ্মণ সহিত
ওপঞ্চ-জনার মধ্যে,——যথা তারানাথ
তারা বৃন্দ মাঝে ; কিম্বা সভাসদ মাঝে

নরপতি ! নব-ঘন-শ্যাম মূর্ত্তি হেরি
শ্রীরামের, মোহিলরে মনঃ সকলেরি ,
ভক্তি প্রেমানন্দে, মরি, পরিপূর্ণ হৈলা !
হায়রে, ভাসিলা সবে আনন্দ সলিলে
ভাসে নব কুমুদিনী সরসী-সলিলে
যথা হেরি পূর্ণ শশী,—নিশা সমাগমে !
উত্তরিলা কপি-শ্রেষ্ঠ,—"কি সৌভাগ্য, প্রভু,
আজি আমাদের ! হায়, আছি বন্দী ভাবে
[বালি রাজ-ত্রাসে] দেব বহুকাল, এই
শৈলোপরি, মোরা, থাকে রাজ-দ্বেষে যথা
প্রজাকুল কারাগারে ! শুনেছি দুঃখের
বৃত্তান্ত তোমার কিছু মারুতির মুখে ;
শুন এবে, কহি তবে, রাজ-কুল-চূড়া
মহা রাজা দশরথ অযোধ্যার পতি,
তনয় তোমরা, হে কামিনি-মনো-লোভ,
তাঁর, পড়েছ বিষম বিপদেতে তুমি
পত্নীর হেতু ! হরিল দুষ্ট দশানন——
রাক্ষসাধি পতি, আহা, সাধ্বী সীতা পত্নী
তব ! আমার মনের বাঞ্ছা কর পূর্ণ !——
মোর ভার্য্যা রাজ্য, বালী লইয়াছে কাড়ি ;
কর দয়া, মোর প্রতি,——এমিনতি দেব
করে সুগ্রীব, ও রাঙ্গা চরণ যুগলে !
যদি দিতে পার তুমি বালীরে বধিয়ে
সেই রাজ্য, কিম্বা করি রাজা—সেদেশের,
দিব, দেব, অনীকিনী—ভব-বিজয়িনী,
করিতে উদ্ধার তবে রঘু-কুল-বধূ !
এতেক শ্রবণি, তবে বসি সেই চারু
পত্রাসনে, পরস্পরে ধর্ম্ম সাক্ষী করি

মিত্রতা করিলা ; আর, উভে অঙ্গীকার
করিলা সাধিতে কার্য্য যত উভয়ের !
পরে—অঞ্জনা-নন্দন হনূ ভক্তি-ভাবে,
রঘুরাজে গুরু মানি, শিষ্য হৈলা ! ধন্য।
কপি-কুলে হনূমান বলী, যার গুরু
প্রভু রামচন্দ্র ! ভবে কার হেন ভাগ্য ?
আহা !—ভক্তি-প্রেমানন্দে আনন্দাশ্রু-ধারা
বহিতে লাগিল এবে বীর মারুতির,
গিরি দেহে যথা বহি পড়ে প্রস্রবণ !
দিলা সুকোমল কোল দাশরথী রথী
শিষ্যবরে ; আশীর্ব্বাদ করিলেন কহি,
"বনবাসী এ ভিখারী গুরু তব, বৎস !
রেখো যেন তাঁরে তুমি সতত স্মরণে।
উপজিলে কার্য্যকাল পাই যেন আমি
সবাকারে ;——ভুলিওনা, দেখো, সে সময়ে !
দেখ ভাবি মনে বৎস, জীবন-রতন
রামের, আছিল মাত্র একটী, হরিল
তাও দুর্ম্মতি রাক্ষস,—গৃহস্থের ঘরে
অমূল সম্পদ, হায়, হরে চোর যথা !—
এই স্তুতি মিনতি ভিখারী রাঘবের !"
কহিলা হনূ প্রাঞ্জলি, "কি দিব, হে দেব,
গুরুর দক্ষিণা আমি, আজি গুরু পদে ;
কপি জাতি, বাস বনে, কোথা পাব ধন ?
বিদিত সে সব দেব ও তব চরণে !
গুরুর দক্ষিণা-রূপে ভক্তি-ধন দিনু
ভক্তি-প্রেম কুতুহলে, জন্মের মতন !"
মোক্ষ-মন্ত্র যাহা প্রভু দিলে কর্ণ-মূলে
উদ্ধার হইতে তায় কতক্ষণ লাগে !

করিলেন রঘুরাজ (ধর্ম্মে সাক্ষী করি)
সুগ্রীব সহ মিত্রতা! আহা কত পূর্ব্ব
জন্ম উপার্জ্জিত ধন্য পুণ্য সুগ্রীবের!
গায়িল নাচিল অপ্সরা-অম্বরে ; মর্ত্ত্যে
মানব মানবী ; দেব কুল স্বর্গে থাকি
কুসুম সারিলা কপিরাজ শিরোপরি ;
আনন্দ-লহরী যেন বহিল চৌদিকে!
গাইল পাখী মঙ্গল-গীত মধুস্বরে,
উথলিল নদ নদী কল কল কলে!
এইরূপে, রামচন্দ্র,—রঘু-কুল-রবি—
করিয়া মিত্রতা কপিরাজ সনে, করি
শিষ্য বীর হনূমানে, চলিগেলা পুনঃ
পূর্ব্ব-স্থানে প্রিয়ানুজ লক্ষ্মণ সহিত!

ইতি শ্রীবীরাবলীকাব্যে শ্রীরাম সুগ্রীব
মিত্রতা নাম প্রথমো সর্গঃ।

দ্বিতীয় সর্গ।

(শ্রীরামের প্রতি রাবণ।)

(লঙ্কাধিপতি রাবণ রামচন্দ্রের সহধর্ম্মিণী সীতা দেবীকে হরণ করিলে পর রামচন্দ্র কিস্কিন্ধ্যাধিপতি সুগ্রীবাদির সহিত সখ্য সংস্থাপন পূর্ব্বক সৈন্য সামন্ত সহকারে সাগর উল্লঙ্ঘন করিয়া লঙ্কা অবরোধ করিয়া ছিলেন। তৎকালে রক্ষোরাজ যথোচিত তিরস্কারের সহিত নিম্ন লিখিত পত্র খানি লিখিয়া নিকুম্ভ নামক রাক্ষস দ্বারায় কোন এক সময়ে রামের সম্মুখে প্রেরণ করিয়া ছিলেন।)

দেবাসুর-নর-ত্রাস,—লঙ্কা-অধিপতি
আমি দশানন, হায় ভুবন-বিখ্যাত—
কোন লাজে সম্মানের সহিত লিখিবে
লেখনী সহসা, রে ক্ষুদ্র মনুষ্য, তোরে?
"তবে যে লিখি সংক্ষেপে, জানিতে অবস্থা
তোর? রাজ-ভোগ-ভোগী হবে যেই, ভ্রমে
কোন কালে সে, স্বরাজ্য ছাড়ি, বনে বনে?
শত ধিক্ তোরে! (হায়! না সরে সরমে
লেখনী এ লিখনেতে লিখিতে সে কথা!)
রমণীর বাক্য শুনি, দশরথ রাজা,—
পিতা তব, দিল রাজ্য ভরতে,—ভারত-
চূড়ামণি,—উপযুক্ত নাহি হেরি তোরে?

কেবলে, ধার্ম্মিক রাম—অরাম তুই রে !
করিয়াছিস সহায়, ভণ্ড, মহা পশু
বানর আর ভল্লুক—বনজন্তু ! হায়
কি লজ্জা ! ভাবিলে মনে হাসি আসে মুখে !
নরজাতি হয়ে, কহ, কোন কালে হয়
পশু সহ সহবাসী ? নারী-লাভ-লোভে
বৃথা আইলিরে রাম ? হা ধিক্ ! কিলজ্জা !
দরিদ্র হয়ে চাহিস সহসা লুটিতে
ধনদের ধনাগার ? কিসুখে হইলি
পার অলঙ্ঘ্য সাগর,—হারাইতে নাকি
প্রাণ ? রাক্ষসের ভক্ষ্য নর-কুল ; তোরে
কে দিল এ পরামর্শ, শমন-সদনে
আসিতে ? শৃগাল হয়ে, কবে যায়, মূঢ়,
কেশরী সম্মুখে ? দেই কিছু উপদেশ !
পালিস্ যত্নেতে ইহা বনবাসী তুই !
কহ, মোরে, রঘুপতি, তবপ্রিয়ানুজ
কুলক্ষণ লক্ষ্মণ কি যে করিল, হায়, *
পঞ্চবটী বনে ! তার কত কব আমি !
একটা নারীর জন্যে, নর, কেন বৃথা
আয়াস-ভোগী ! মদন-মদে মাতিয়েছে
মোর মনঃ সীতাপ্রতি ! তবে কেন, কহ,
সে আশা কর রাঘব ! বিপুল কটক
তব কাটিব এখনি ! বধিব তোমায় !
বিভীষণ অস্ত্রে আশু বিভীষণে রক্ষঃ-
কুলকালি বধিব ; কিম্বা বাঁধি আনিব

---

* কি যে করিল ইত্যাদি—অর্থাৎ আমার ভগ্নীর নাক কান কাটিয়া লক্ষ্মণ অপমান করিল।

রাজ সভা মাঝে ঢুকে, আনায় পাতিয়া
গহন কাননে, ব্যাধ বাঁধি, যূথ ভ্রষ্টা
হরিণীরে, হায়, বধে যেমতি নির্ভয়ে !
রাক্ষস কুলের বিধি বিধি দিয়াছেন,
রে. রাম, বধিবে বৈরীকুল, করিরণ ;
কিম্বা কৌশল করিয়া, সহসা বধিবে,
দিয়া জলাঞ্জলি ধর্ম্মে ;—এই সে সুরীতি !
হায়, মৃগেন্দ্র কেশরী-গর্ব্ব-খর্ব্ব-কারী,
শৃগাল, হয়ে থাকেকভু, কহতা মোরে ?
বধিলি পামর (দৈবে, তাই গর্ব্ব,) খর
দূষণে দশ সহস্র সেনা সহ, রণে ?
ক্ষুদ্র বানর একটা, তোর চিরদাস,
ছারখারে স্বর্ণ লঙ্কা সে বেটা আসিয়া
দাবানল যথা পশি কুসুম কাননে ?
কর ব্যবহার পশু লইয়া সতত,—
কি জ্ঞান তাদের ! সাধ বড়ই তোমার,
হে রাম, করিতে সংগ্রাম মোর সহ !
সমরে অমর কুল পরাজয়, যার
বাহু বলে, কোন লাজে, (ধিক্ তোরে !) তার
সহ, রে দুর্ব্বল নর, করিবি সংগ্রাম ?
আছে যত বীর পতি এমর্ত্ত্য ভুবনে,
শুনিলে এ তোর কথা কি কহিবে তারা !
মোর সহ রণ আশা আশু দূরে রাখ ?
হায় ! দুর্ব্বার সমরে, মরামর জিত,
ইন্দ্রজিত মহারথী—তনয় আমার !
অতি কায়, পরাক্রমে বৈরীকুল যম
বীর ; বিশারদ রণে বীর বীরবাহু ;
দেব-দানব-মানব-ত্রাস কুম্ভ কর্ণ

শূর, মধ্যমানুজ মোর ; বাহুবলেন্দ্র
মকরাক্ষ রক্ষঃ ; ভস্মলোচন,—লোচনে
যার উল্কা-রাশি-সম কাল অগ্নি-তেজ ;
নরান্তক-নরান্তক ; রক্তাক্ষ—ধূম্রাক্ষ ;
কর্ব্বুর কুলের গর্ব্ব আর বীর যত
ভীমাকৃতি, ভীমবীর্য্য ; শুনি আমি, তুমি
মহাবীর, এ সবার সহ করি রণ,
যদি পাও তুমি রক্ষা, মাগিও সে কালে
সমরিতে মোর সঙ্গে রঙ্গে ? কব কত ?—
প্রাণ লয়ে আশু পালা ! নতুবা সসৈন্যে
পাঠাইব তোরে আমি শমন-ভবনে,—
এখনো ভিখারি তোরে এই ভিক্ষা দেই ।
হেরি ভক্ষ্য, অনুক্ষণ নাচিছে পুলকে
এ পুরে রাক্ষসগণ, হায়রে, যে মত
মেঘের নিনাদে মাতি নাচে শিখী সুখে !
অস্ত্রবলে পলাইবি তুই দূর দেশে,
শৃগাল যথা ক্ষুধার্ত্ত ব্যাঘ্রের তাড়নে !
থাকিতে সময় কহি তোরে অগ্রে আমি ;
কেননা—এরাজ রোষ হয় তোর প্রতি
যদি, কোথায় বাঁচিবি ?—সমুদ্রের জলে
লুকাস্ যদি, দহিবে বাড়বাগ্নি-সম
তথায় তোরে এরোষ ; গহন-কাননে
কিম্বা, দাবানল-সম ! লিখিয়া কি কাজ
আর ? সমুচিত ফল ফলিবে অচিরে !

ইতি শ্রীবীরাবলী কাব্যে রাবণ পত্র নাম
দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ ।

তৃতীয় সর্গ।

(কর্ণ বধ।)

কুরুক্ষেত্র সমরে রাজা যুধিষ্ঠির কর্ণের নিকট পরাজিত হইলে বীরবর পার্থ, যুধিষ্ঠিরের নিকট কর্ণকে বধ করিবার জন্য প্রতিজ্ঞা করেন। পরে কর্ণ পুত্র বৃষসেনকে, পার্থ সমরে নিহত করিলে, মহদ্‌যশাঃ কর্ণ পুত্রশোকে অতিশয় কাতর হইয়া, মহাক্রোধে অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিয়া (সমরে) প্রাণত্যাগ করেন! পাঠক বর্গ মহাভারতীয় কর্ণ পর্ব্ব পাঠ করিলে ইহার বৃত্তান্ত সবিশেষঃ জ্ঞাত হইতে পারিবেন।

পুত্রের নিধন শুনি, সুতেজস্বী কর্ণ—
সূর্য্যের নন্দন,—পুত্রশোকে, শোকি হায়
সরোষে গর্জ্জিলা শূর কিরীটীর প্রতি!
রণ রঙ্গে, বীরবর মত্ত,—বাহ্য জ্ঞান
হত এবে, তীক্ষ্ণশরে যথা, সিংহ শিশু
নিষাদ বধিলে, ছাড়ি জীবনের আশা
রোষে অন্ধধায় সিংহী আক্রমিতে তারে।
আদেশিলা নেতৃবৃন্দে, রথীন্দ্র, সাজিতে—
রণ রঙ্গে! শূরমনি কহিল, সকলে;—
বধিল মূঢ়। শিশুরে; সাজ শীঘ্র করি,
বীর বৃন্দ, মোর সঙ্গে রঙ্গে! কিরীটীর
মুণ্ড খণ্ড করি অস্ত্র দণ্ডে, দিব আনি

ডালি, রাজকুল মণি কুরুরাজ পদে। —
(জানে সবে, কুরু সৈন্য দেব দৈত্য জয়ী
চির, রণে কিভয় গো তাহারে বধিতে?
সমরে এখনি পশি বধিব নিশ্চয়
আমি পুত্রহা রিপুরে—বীর কুলগ্লানি ;—
এ প্রতিজ্ঞা মম! তবে এতেক কহিয়া
নীরবিলা কর্ণ!" (দেখ ভাবি রথী বৃন্দ)
কহিলা কাতরে পুনঃ বীরবর, "হায়!
এ হৃদয়াকাশ—পূর্ণ-শশী রাহু-গ্রাসে
পড়িল অকালে, আহা, থাকিতে এ সব
চিররণ-জয়ী বীর—জগত-বিখ্যাত!
শৃগাল বধিল আজি কেশরী-কিশোরে?"
বাজিল রণ-বাজনা গম্ভীর আরবে ;
গরজিল গজরাজী ; হরষে হ্রেষিছে
অশ্ব ; নিনাদিল কম্বু (অম্বুনিধি নিভ)
অযুত—শ্রবণ রোধি! উড়িল পতাকা ;
ত্রিদিবে অমর, মর্ত্ত্যে নর, চমকিলা!
রোষে (পুত্র-শোক ত্যজি) সাজে সুতেজস্বী
কর্ণ। মস্তক-উপরি ভাতিল মুকুট
উজলি চৌদিকে, হায়, যথা মেঘ ময়
অনশ্বর ভালে রত্ন কান্তি-শক্রধনু!
নয়ন ধাঁধিয়া বক্ষে ঝলিল কবচ
তেজোময়—যথা দেব মিহির মধ্যাহ্নে!
দীপে পৃষ্ঠে ঢাল, চাঁদের পরিধি যেন,
সহশর-পূর্ণ তূণ, নানাবিধ অস্ত্র
শোভিল অঙ্গে ; সাজিলা শূর, সৈন্য সহ,
হায়, বীর বীরবাহু যথা সমরিতে
শূর রাঘবের সহ, লঙ্কার সমরে।

বীরকুল পদ-ভরে কাঁপিল বসুধা,
আইল সমর-ক্ষেত্রে ক্ষত্র-শ্রেষ্ঠ পার্থ—
চির-রণ-জয়ী শূর, দুর্ব্বার সমরে——
ঘন হুহুঙ্কার-নাদে পুরিল মেদিনী !
সে ভীম গাণ্ডীবে ধরি বামহস্তে, বীর
গাণ্ডীবী, উন্মত্ত বীর-মদে, মুহু মুর্হু
টঙ্কারি নাদিলা এবে ভৈরবে, গহন-
বনে নাদে ভয়ঙ্কর যথা মত্ত হস্তী ;
কিম্বা বজ্রপাণি শক্র, অগ্নিময় বজ্র
যথা আস্ফালি ভীষণে দানব সমরে !
হেম ময় ঢাল, শর পূর্ণ তূণ সহ ;
বিজলীর ঝলা সম ঝল ঝলে বর্ম্ম ;—
মণিময় শরাসন, জ্বলিছে মুকুটে
রতন-উদ্ভবা-বিভা,—সজল জলদে
উজলি চৌদিকে যথা জ্বলে সৌদামিনী !
মুহুর্মুহুঃ টঙ্কারিল প্রচণ্ড কোদণ্ড——
(কালদণ্ড-সম) বীর ব্রজ, বীর দর্পে ।
মেঘময় ধুলা রাশি ; তীক্ষ্ন অস্ত্র তেজ
চপলার ছটা ; হায়, শর রাশি, বেগে
আশুগতি ; রণ বাদ্য ভীম মেঘ মন্দ্র ;
কাঁপিল জগত ; জীবকুল দড়ে রড়ে
প্রমাদ গণিলা ; আর কবি কবে কত ?
বাজিল গম্ভীরে রণ কুরু পাণ্ডবেতে ।—
উভয় দলের সৈন্য-দল হুহুঙ্কারে
হানিতেছে পরস্পরে তীক্ষ্ন শর-রাশি ;
বীর ব্যূহ-শিরঃশ্রেণি ঠেকেছে গগণে ;—
রত্ন-মণ্ডিত শীর্ষক ইরম্মদ ঝলা
রূপে ঝলসি নয়ন ঝলঝলে সদা !

বীরকুলের চরণ চালনে উড়িছে
রেণুরাশি মেঘাকারে,—আঁধারি চৌদিকে !
জাঠা, জাঠি, শেল, শূল, মুষল, মুদ্গর
আদি অস্ত্রে,—বিশ্বভেদী—ছাইল গগণ ;
জ্বলে অস্ত্র-রাশি—দাবানল-সম জ্বলি
মহা ভয়ঙ্করী বিভা উঠে দশদিশ ;
ঘোর ঘর্ঘর নির্ঘোষে বিমান আবলি
ঘুরিছে, পাবক-রাশি উগরি সঘনে ;
গম্ভীরে অম্বরে যথা (বরিষার কালে)
উগরে বারিদ-রাশি ইরম্মদ-কণা !
বিঁধিলা শূরেন্দ্র কর্ণ, অর্জ্জুনের বক্ষে,
শত শত শর ; খান খান করি তাহা
কাটিলা টঙ্কারি ধনুঃ ধনুর্দ্ধারী পার্থ—
কুরুকুল-ত্রাস ! পুনঃ হানিলা রাধেয়,
কৌন্তেয় শরীরে শর,—কালানল সম !
ধাইল পার্থের রথ কুরু-সৈন্য-পানে
উজলিয়া চারিদিক ; গর্জ্জে বজ্র-নাদে
বজ্র কঙ্কট, * স্বর্ণরথ-ধ্বজে, হায়রে,
জীমূত বৃন্দ মাঝারে যথা জীমূতেন্দ্র।
হানিলা অযুত বাণ রুষিয়া ফাল্গুণী
রিপু-বক্ষ লক্ষ্য করি, যথা নিরখিয়া
বিজন-কাননমাঝে উচ্চ তরু-শাখে
নির্দ্দয় নিষাদ, নীড়, হানে আশু তুষ্ট
তীক্ষ্ণতর প্রহরণ বিহঙ্গম কুলে !
বিঁধিল সে শর, ভেদি অস্থি চর্ম্মঃ, দেহ—

---

* বজ্র কঙ্কট——হনুমান।

অধীর হইলা শূর, বসুধা যেমতি
ভূকম্পানে ; কিম্বা গিরি। টঙ্কারি কার্ম্মুক
বীরোত্তম পুনর্ব্বার খরসান শরে
শূর, বিঁধিলা অর্জ্জুনে ভৈরব আরবে !
হেলায় কাটিয়া তাহে (তীক্ষ্ণতম অস্ত্রে,)
ভয়ঙ্করে হুঙ্কারিলা এবে মহারথী
পাণ্ডু কুল জয়কেতু ;—যথা গর্জ্জে বনে
করী-অরি হরি, হেরি দূরে করী-দলে !
কাটিলা শূর রুষি কিরীটীর কিরীট—
অতুল অমূল এবে এতিন ভুবনে !
মহারোষে ভীমনাদে গর্জ্জিল ফাল্গুণী
পলাইল কুরু-সৈন্য অস্থিরি চৌদিকে,—
তিমিরারি সূর্য্যে হেরি যেমতি তিমির-
পুঞ্জ ; কিম্বা নাগ-অরি গরুড়ে হেরিয়া
অদূরে, পলায় ত্রাসে নাগকুল যথা।
নাশিলা কৌরব কুল-পদ্ম-চন্দ্র * আশু
অগণ্য সারথি, রথী, কত পদাতিক ;
মরিল কুঞ্জর-পুঞ্জ গরজি-ভীষণে ;
পড়িল হ্রেষিয়া অশ্ব, পর্ব্বত আকার !
কাটিয়া ফেলিলা পার্থ-প্রচণ্ড-প্রহরী—
ভীমতম শরাঘাতে কবচ, কর্ণের,
আর যত বীর অস্ত্র ; বহিল চৌদিকে
শোণিত-তরঙ্গ রঙ্গে, রঙ্গভূমি তিতি—
যথা ভাঙ্গিলে জাঙাল, মহা কোলাহলি
বহয়ে পরিখা-হ্রদে প্লাবন, নীরদে !
(ব্রহ্ম শাঁপে)—রথচক্র গ্রাসিলা সরোষে

* কৌরব কুল পদ্ম-চন্দ্র—অর্জ্জুন।

ধরা ; মলিন গগণে দেব দিবাকর ;—
হায় ! মহাশোক-বেশে রাহু আসি যেন
গ্রাসিল সহসা তাঁরে, আঁধারি জগত !
পাইয়া আদেশ তবে দেব শ্রীকৃষ্ণের,
ভীম-ধনুকে যুড়ি অব্যর্থ্য-রুদ্র-বাণ
হেলায় বধিলা কর্ণে, শূরেন্দ্র অর্জ্জুন ?—
বিষাদে নিশ্বাসি, হায়, ছাড়িল পরাণ
মহাবলী কর্ণ ? জয়জয়ে নিনাদিলা
সবে—পাণ্ডব-সৈন্য, সে বিজয়ী-সমরে ?

ইতি শ্রীবীরাবলী কাব্যে কর্ণ বধ নাম
তৃতীয়ঃ সর্গঃ ।

———

চতুর্থ সর্গ।

(জটায়ুর রণ !)

[শ্রীরামচন্দ্র দেব পিতৃ-সত্য পালনার্থে পঞ্চবটী বনে (সীতাসমভিব্যাহারে) অবস্থিতি কালে, লঙ্কাধিপতি রাবণ সুযোগক্রমে জানকী দেবীকে হরণ করিয়া লইয়া যাইতে ছিলেন। পথিমধ্যে দশরথ রাজার সখা মহাবলী জটায়ু আপন সখাপুত্র-বধূ হরণ দর্শন করিয়া, তাঁহার উদ্ধার মানসে রাক্ষসের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু কিছুকাল যুদ্ধ করিয়া পরাজিত ও মৃত-প্রায় হইয়া ছিলেন।]

যথা মৃগেন্দ্র-কেশরী গরজি গম্ভীরে
মহারোষে ঘেরে বনে যূথ-ভ্রষ্ট-মৃগে ;
ভৈরব-আকৃতি শূর জটায়ু ঘিরিল—
(পক্ষ-আবরি) হুঙ্কারে, কনক রতন-
মণ্ডিত-বিমানে, উচ্চে যথায় বসিয়া
কাঁদিছেন, হায় সখা-পুত্রবধূ সীতা—
রঘুকুল-রাজ-লক্ষ্মী বিষাদ-বদনে !—
'কোথা দেবর লক্ষ্মণ ; কোথা প্রভু, দেব
রঘু-রাজ, এসময়ে কোথায় রহিলা ?
পতি-পদ-গতাদাসী, এতদিনে হৈল
পতি-পদ-বিচ্ছেদ,—আমিরে অভাগিনী !
উচ্চে কাঁদি সুবদনা নীরবিলা ধীরে ;
ঝর ঝর ঝরি অশ্রু-বিন্দু পড়ি বক্ষে,

তিতিল রতন-কান্তি,—প্রাণ-কান্ত শান্ত
রামে ভাবি, নিশাকান্ত বিধুরে না হেরি
(অমা-নিশায়) মরি, শিশিরা সার-রূপে
সুশ্যামা নিশা দেবীর অশ্রু-বারি-বিন্দু
আহা ঝরি পড়ে যথা ? অম্বর প্রদেশ
উজলিল মণি ময় কনকের তেজে
বিমান ; দুইশূরের ঘনভীম-নাদে
অস্থিরিল বাজী রাজী ; অধীরে ধরণী
কাঁপিল ;—ভূধর ব্রজ সঘনে টলিল ;
পড়িল ভূমে খেচর ; পলাইল দূরে
ভূচর, উথলিল নির্ঘোষে নদ নদী ;
বাজিল গম্ভীরে ঘোর সমর গগণে
দুইবীরে। বীর শ্রেষ্ঠ জটায়ু কহিলা ;—
"রে রাক্ষস-কুল-গ্লানি লঙ্কা-অধিপতি !
স্বভাব তোর, নিত্য পরনারী চুরি তা
জানি পূর্ব্বাবধি ? লয়ে যাও হরি, দুষ্ট
সখা-পুত্রবধূ মোর ? বাহুবলে, মারি
অরি আজি রাঘবের, উদ্ধারিবে সদ্য
জটায়ু, গরুড়-পুত্র রঘুকুল-লক্ষ্মী।
হরিলি দুর্ম্মতি, ভণ্ড যোগীবেশে, আহা
রাঘব হৃদয়-সরঃ-ফুল্ল-কমলিনী।
রাজ রথী দশরথ-সখামম, তার
পুত্র-বধূ, থাকিতে জীবন মোর, যাস্
মূঢ় লয়ে ?—ঘুচাইব আশা তোর আশু
গ্রাসি, সহস্রথ, বীর লোক মাঝে খ্যাত
নিত্য একলঙ্ক তোর! কলঙ্কি, (জানিতা
আমি ?) মজিবি সবংশে, পাপি ! হরি আজি
জগম্মাতা রূপা সীতা ? জীবন ইচ্ছিস্, যদি,

অবিলম্বে দেরে তবে ভক্তি-ভাবে ফিরি
এরত্নে, রাঘব-পদে। নতুবা নির্ব্বংশ
হবি ক্রমে,—কলাধর যেমতি বহুলে ;
কিম্বা যথা চঞ্চলোর্ম্মি—আঘাতে জাঙাল ?,,
এতেক র্ভৎসনা করি গ্রাসিল অমনি
বীরেন্দ্র জটায়ু সে পুষ্পক, রথবরে,
যথা গ্রাসে দুষ্ট রাহু শরদের শশী।
ভাবি জানকীরে পুনঃ উগরিলা রথ,
বীর। কহিলা রাবণ,—"শৃগালে বধিতে
হায়, কতক্ষণ, লাগে সিংহ যদি রোষে"?
গরজিল দশানন বীর বীর-মদে
মত্ত—রকত বরণ আঁখি মহাক্রোধে ;
মৃগেন্দ্র কেশরী যথা বনে হেরি মৃগে ?
নাদিল ভীষণে এবে জটায়ু ; রণিল
ঘোর রণে শূর দ্বয় শূন্যে মত্ত ক্রোধে ;
হায়রে, জটায়ু-আয়ু দুস্ট রাক্ষসের
হাতে হৈল আজি শেষ—শেষ অবস্থায়।
কতক্ষণ পরে বলী-শ্রেষ্ঠ দশানন,
ভীম ভুজ-বলে কর্ষি প্রচণ্ড কোদণ্ড,
হুহুঙ্কার-নাদে (কাল দণ্ড বিশ্বনাশী
মহা প্রলয়ের কালে দণ্ডধর বলী
যেন হুহুঙ্কার নাদে গরজি মারিল !)
হানিলা তীক্ষ্ণাস্ত্র ; হায়, ভীম অস্ত্রাঘাতে
জীবনের আশা ত্যজি পড়িলা ভূতলে
শোণিতার্দ্র শূরবর জটায়ু সুমতি।
গরজিলা রক্ষোরাজ বিজয়ী সমরে ?
চালাইলা পরে, হায়, লঙ্কা-অভিমুখে
লঙ্কা পতি সে কনক ময় রথ বরে ?

ঘোর ঘঘর নির্ঘোষে পূরিল জগত
ক্রন্ট-ধ্বনি সহ মিশি, অশনি নিনাদ
যথা সাগর-কল্লোল সহ মিশে, যবে
ধাতা আদেশেন সৃষ্টি নাশিতে প্রলয়ে ?

ইতি শ্রীবীরাবলী কাব্যে জটায়ু রাবণ যুদ্ধ নাম
চতুর্থঃ সর্গঃ ।

পঞ্চম সর্গ।

(শাম্ব যুদ্ধ !)

হস্তিনাধিপতি দুর্য্যোধনের কন্যা লক্ষণা দেবী স্বয়ম্বর কালে সভায় উপস্থিত হইলে, কৃষ্ণ-পুত্র বলী শাম্ব তাঁহার রূপ লাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া, (স্বয়ম্বর কার্য্য সমাধা না হইতেই) তাঁহাকে বলপূর্ব্বক হরণ করিয়া রথে চড়াইয়া লইয়া যাইবার উপক্রম করিলে, কুরুবংশীয়েরা, তাঁহাকে সমরে পরাজয় করিয়া বন্ধন করেন। পরে মহাবলী ভীম তাঁহাকে মুক্ত করেন।

নব কুঞ্জরিণী-গতি, পূর্ণ সভাস্থলে
আইলা ধনী লক্ষণা,—শশধরাননা—
কটাক্ষের শরেজঁরজরি সভা জনে ;
ক্বণিছে নূপুর পায়ে সুমধুর বোলে,
নিবিড় নিতম্বে সহ কাঞ্চন মেখলা ?—
নবীন নীরদ-বর্ণা বেণী পৃষ্ঠে মন্দ
দোলে, শতদল দল যেন বায়ু ভরে ;—
হায় ? ফণিনী মানিনী আজি লাজে, হেরি
যার মণি ময়ী বেণী ? বিজলীর ঝলা-
নিভ জ্বলে রত্নাবলী বক্ষমাঝে ;—তাহে
শোভে উচ্চ কুচযুগ, সরসী রূপসী

কোলে কোমল কমল-কলিকা যেমতি ?
ভাতিছে মৃণাল ভুজে, কনক কঙ্কণ
সুমৃণাল-ভুজায় হায়রে, চন্দ্রমার
ছটা সরসীর জলে শরদ নিশীথে
যথা ; কিম্বা সৌদামিনী কাদম্বিনী শিরে !
স্বর্ণবর্ণদামগলে—ধকধকেসদা,—
আহা, রাধিকার গলে বকুলের মালা
যেন রাসের পরবে ? নয়ন-রঞ্জন
কাঞ্চন-সুহার শোভে শ্রোণি দেশে ! স্বর্ণ-
মরকতে সিঁথি অতুল অমূল, সিমন্তিনী
সিমন্তেতে উজলিছে জ্বলি, শোভে যথা
শশীকলা অনম্বর ভালে নিশাকালে !
কিবা বিম্ব ওষ্ঠযুগ ; মধুর অধরে
চারুহাসি ; খঞ্জনাঁখি গঞ্জে এবামার
নিরমল আঁখি যুগ—অতুল জগতে,
লাবণ্য সরসে যেন রাজহংসী দ্বয় ।
উথলিছে মিষ্টতম সঙ্গীত লহরী—
মৃদু মধুস্বরে ; সুখে গাইছে গায়কী ;
নাচিছে নর্ত্তকী—কিবা গীত-তালে মিলি !
দাঁড়াইলা সুলক্ষণা লক্ষণা সভায়—
সুস্থির-যৌবনা, যেন অচলা চপলা !
চমকিলা সভাজন সভাস্থলে, হেরি
বরাঙ্গী রাজেন্দ্র-বালে ; ঘোর নিশা যোগে
কুস্বপ্ন হেরি চমকে যথা প্রাণী-বৃন্দ !
মদন-মদে মাতিল শাম্ব মহাবলী,—
মরি,—স্বয়ম্বরা রূপবতীর হেরিয়া
রূপের মাধুরী ;—একদৃষ্টে চাহে তবে
(বামাপানে) স্থির-আঁখি, নিশি প্রভাতান্তে

যথা, কমল-রঞ্জন ভাস্করে কমল !
শুখাইয়ে মলিনিল লাজে, সকলের
মনোজ, হায়রে, হেরি এবে ও সৌন্দর্য্য
দেব-মানবের লোভ, মলিনী নলিনী
যথা ভানুর বিরহে ! ধাইছে পশ্চাতে
সখীবৃন্দ ! আহা মরি,—অনন্ত-যৌবনা
ধনী লক্ষণা শোভিলা সেহেমাঙ্গী সঙ্গী
দলে, তারাদল সঙ্গে যেন রাকা শশী
শরদের ! সুরত্ন কান্তি-আভায় চৌদিক
আলো করিল সহসা কৌমুদীর রূপে !
কাম-মদে মত্ত শাম্ব বীর, হারাইয়ে
একবারে বাহ্য জ্ঞান,—জীবনাশা ত্যজি,—
কর-পদ্ম-যুগধরি দেবী লক্ষণার,
পরাক্রমে আক্রমি বীর তুলিলা রথে ;—
হরিলা শূর ভুবন-স্পৃহা, এ অতুলা
রমণী-রতনে—হায় রূপের আকাশে,
নব-শশীকলা চির, এযুবতী-রত্ন !
উজলিয়া চারিদিক, বাজী রাজী সহ,
স্বর্ণ রথবর দ্রুতে ঘুরিল নির্ঘোষে !
চলিল তেজে বিমান ! "হায় কি হইল"
বলি, মুচ্ছিলা নৃপজা ;—রথের উপরি,
বসি মৃদু মন্দে কাঁদি ঝরিছে ধনীর
অবিরল অশ্রু বিন্দু সুউজ্জ্বল তর—
রতন-মণ্ডিত বক্ষে,—পদ্ম, পর্ণে যথা
নিশির শিশির-কালে ! হায় মুর্চ্ছা রূপ
জলদে যেন, আচ্ছন্ন আজি (রথ মাঝে)
শরদের পূর্ণ-শশী ! তবুও উজ্জ্বল
করি রূপের কিরণে রহে আলো করি

সাধ্বী, হায়রে, যেমতি নিশি সমাগমে
মণি-কুন্তলা-ফণিনী—শিরে শিরোমণি ;
কিম্বা নয়ন-রঞ্জিনী শশী কলা যথা
যবে পূর্ণিমা-নিশীথে উদিলে আকাশে !
হেথা * মহা কোলাহল ভীষণে উঠিল !
সেরথ-গমন-পথ-লক্ষি মহা রোষে
ধাইল বীর সহস্র মার মার শব্দে,
পরমারি দেব কৃষ্ণ কৌরব পতির—
(করি-অরি হরী যথা !) কেননা রণিবে
সে অরির সঙ্গে রঙ্গে তুষ্ট কুরুকুল ?
ঘেরিল স্বর্ণ-স্যন্দন রুষি বীর বৃন্দ !
ভীম গদাকরে করি, গর্জ্জে কোন বীর ;
কেহ কালদণ্ড-সম প্রচণ্ড-কোদণ্ড
আস্ফালে ভীষণে ; শোভে তীক্ষ্ণশূল কার
হস্তে শত্রুঘাতী—শূলপাণি হস্তে যথা !
বাজিল, হায়, নির্ঘোষে ঘোর তর রণ !—
উথলিল এবে রঙ্গে সমর-তরঙ্গ
যথা যবে চির বৈরী প্রভঞ্জনে হেরি
সাগর-তরঙ্গাবলী গম্ভীর নিস্বনে !
নিনাদিল কম্বুরাশি অম্বুপতি সম ;
বিজলীর ঝলা নিভ ঝলকিল আঁখি
অস্ত্র পুঞ্জের আভায়, ঘোর মেঘাকারে
রেণু-রাশি আবরিল সহসা গগণ !
ঘন হুহুঙ্কার-নাদে, কার্ম্মুক টঙ্কারি
মহাবলী শাম্ব, হায়, আরম্ভিলা রণ !
থর থর করি ধরা কাঁপিলা অস্থিরে ;

---

* হেথা—অর্থাৎ সভা মাঝে।

ভূচর খেচর দূরে পালাইল ত্রাসে!
ভীম বাহুবলে, ধন্বী জাম্বুবতী পুত্র
দলিলা সে রথীদলে, তীক্ষ্ণ শরাঘাতে!
মদ-কল করী যেন কদলী-কানন!
মুহূর্ত্তকে অস্ত্র জালে, হায়রে, হেলায়,
বাঁধিলা বীর-কেশরী বীরব্রজে মাতি
রণ-মদে! শোভিলা পুনঃ রথে শূরেশ,
যথা দেব সুধা নিধি কুমুদ-বাসন—
বিনাশি তিমির পুঞ্জে সুস্থির কিরণে,
হায়রে, শোভেন স্বচ্ছ নীল নভঃস্থলে!
মহাঝড় যথা যায় গম্ভীর-নির্ঘোষে,
আইলা ধাই সেক্ষেত্রে ক্ষত্র-কুলোদ্ভব
কর্ণ সুমতি, হুঙ্কারি বামহস্তে ধরি
প্রচণ্ড-কোদণ্ড—দণ্ডধর-সম সদা
রণ দণ্ডে দণ্ড-দাতা-বৈরী-কুল প্রতি!
তেজোময় ব্রহ্ম অস্ত্রে ত্রস্তে বীর বর
বাঁধিলা শূরেশ শাম্বে,—হায়, ঘোর বনে
যথা নিষাদের দল, মহা যত্নে বেড়ি
আপন আনায়ে, বাঁধে মৃগ-ইন্দ্র সিংহে!
ক্ষণেকে করিলা-মুক্ত ভীম পরাক্রমী
ভীমসেন, বীরে সদ্য,—সে বিপত্তি কালে!

ইতি শ্রীবীরাবলী কাব্যে লক্ষণা-স্বয়ম্বরে শাম্বযুদ্ধ নাম

পঞ্চম সর্গঃ।

ষষ্ঠ সর্গ।

(লঙ্কা দগ্ধ)

বীর হনূমান সীতা দেবীর অন্বেষণে লঙ্কায় গমন করেন পরে সীতা দেবীর অন্বেষণ করিয়া, রাক্ষসগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া মহাক্রোধে রাবণ রাজার পুরী লঙ্কা দগ্ধ করেন।

ভীম বলে, হায়, লঙ্ঘি অলঙ্ঘ্যসাগর
মহাবলী বায়ু-পুত্র হনু বায়ু-বেগে
মুহূর্ত্তেকে উতরিলা স্বর্ণ লঙ্কা পুরে!—
কাঁপিল কনক-লঙ্কা থর থর করি
সত্রাসে; প্রমাদ ভাবি অধীর হইলা
রক্ষ-কুল, যথা মহা প্রলয়ের কালে
আস্ফালিয়া কালদণ্ড দণ্ডধর বলী—
বিশ্বনাশী, রুষি যবে নাশেন এ সৃষ্টি;
সবিস্ময়ে বলী-ইন্দ্র বায়ুজ, হায়রে
হেরিলা সুবর্ণ-লঙ্কা রাক্ষস-প্রদেশ,—
দুর্গম-দুর্গ-সদৃশ শোভেন আপনি
জলধি,—রত্ন-আকর কল কল কলে
বহিতেছে নিরবধি গম্ভীর-নিনাদে
নীল অম্বু-রাশি, মরি—প্রতিচ্ছায়া-রূপে
শোভে রত্নাকর-ভালে রত্ন ময়ী-লঙ্কা,—
যথা নিশা-কান্ত-কান্তি সরসী-সলিলে;
তাহে উল্লাসে হাসিছে সতত সুহাসে
ওপুরী, গগণে হেরি গগণ-রতন—

কলাধরে,প্রমোদিনী কুমুদিনী যথা !
চারু উদ্যান, কানন, সরোবর, উৎস ;
কত শত রম্য হর্ম্ম্য নগর-মাঝারে !
বারী মাঝে গজ রাজী, মন্দুরায় অশ্ব ;
নৃত্যশালা, অস্ত্রশালা ; আভায় পূরিয়া
দশ দশ্‌, সারি সারি শোভে রথা বলী
স্বর্ণচূড়,—রাত্রিকালে নক্ষত্র যেমতি
নভস্থলে ! ভীম-মূর্ত্তি কর্ব্বুর-নিকর—
দেবাসুর-চিরত্রাস--রাজ পথে পথে
ফিরিছে সতত ভীম প্রহরণ করে,
মদকল করীদল যথা মধুকালে !
কতক্ষণে রাম চর হেরিলা কৌতুকে
রক্ষোরাজ রাজ ধাম,—বৈজয়ন্ত ধাম
নিভ পুরী ! কত মত শোভে স্বর্ণ-স্তম্ভ,—
হিরক ময়—কানাচে ঝুলিছে সতত
রত্নদাম,—শোভা তার অতুল জগতে !
সুবর্ণ সুবর্ণ-ধ্বজ উড়িছে সুচূড়ে ;
জ্বলিছে মুকুতা আদি রত্ন, অট্টালিকা-
ভালে, যথা অনম্বর-ভালে, তারাকুল—
রত্নোদ্ভবা-আভা, ধাঁধি আঁখি আলোকিছে
দিক ; পুরী চতুষ্পার্শ্বে মঞ্জু কুঞ্জ বনে
নব পল্লব-মুখে বসি সুখে গাইছে
কোকিল মধুর গীত মধুমাখা স্বরে ;
গুঞ্জরিছে মধুকর নিকর সতত ;
হাসিছে বিকসি ফুল-কুল অবিরল,
যথা হাসে চন্দ্রে হেরি পূর্ণিমার নিশি !
বহিছে সুগন্ধ-গন্ধ-বহ গন্ধামোদে
পুরিয়া পুরী ; উথলে চিত্তবিমোহিয়া

মরি, বিহঙ্গম-কুল-সুস্বর-লহরী !
বাজিছে বিবিধ-বাদ্য ; সুস্বরে গাইছে
কেহ ; চিত্ত-বিনোদিনী বীণা বাজাইয়ে
নাচে কেহ শত শত নারী-সঙ্গে রঙ্গে
হায়রে, শ্রীবৃন্দাবনে মঞ্জু কুঞ্জ মাঝে
নাচেন মুরারি যথা গোপ-বধূ-সঙ্গে !
প্রবেশিলা হনু যথা বসে দশানন—
রক্ষঃ-কুল-চূড়ামণি ! ফিরিছে দুয়ারে
ভীষণাকৃতি-দুয়ারী, ভীম অস্ত্র-পাণি,—
ক্ষুধার্ত্ত—কেশরী যেন ফিরে ঘোর বনে ;
দ্বিরদ-রদ-নির্ম্মিত কনক-খচিত
কোথায় বা স্থানে স্থানে স্থাপিত আসন ;
কোন সুচারু-আসনে আসীন অগণ্য
পাত্র মিত্র,—বসিয়াছে তারা চারি দিকে
কাঞ্চন-শিরস্ক শিরে, যথা নীলময়
নভঃস্থলে তারাবলী বেড়ি পূর্ণচন্দ্রে !
সুবর্ণ-দীপ-আবলি জ্বলিছে কোথায়,
আলো করি চারিদিক ; কোমল কমল—
শয্যা ; নীলাব্জ-গঞ্জিনী-কিঙ্করী ; মুকুতা—
আদি ধনবহে কেহ ; কেহ উপাদেয়
রাজভোগ ; গায় কোন ধনী বীণা-ধ্বনি
ধ্বনি ; নাচিছে কেহবা ; বাজিছে বিবিধ
বাদ্য চিত্ত বিমোহিয়া ! আর কত মত ?
পরে হেরিলা সুমতি,—গুপ্ত-বেশী, যেন
ভস্মমাঝে বৈশ্বানর-সদৃশ মলিন,—
রাজ-অবরোধে, রক্ষঃ কুল-নারী কুল,
(বিদ্যাধরী-সমরূপে) কুসুম-শয়নে ।
তারমাঝে ভীম বাহু দেখিলা কৌতুকে

কৃশোদরী-মন্দোদরী ;—অধরে মধুর—
হাসি শোভে, সুধাকর-কর রাশি যথা
কুমুদিনী-সু অধরে ! চিন্তিত হৃদয়
কিন্তু বীরের, না হেরি মাতা জানকীরে—
রঘু-কুল-রাজলক্ষ্মী ! অশোক-কাননে
সুখে শাখা-মুখে বসি, স্বর-সুধা বর্ষি
অবিরাম, বিহঙ্গম গাইছে সুগীত !
উত্তরিলা এবে তথা বীর হনুমান
চিন্তাকুল ; একাকিনী ভূতলে বসিয়া
কাঁদিছেন মাতা সীতা,—হায় অনুক্ষণ
পতি-বিরহে আকুলা—বিষন্ন-বদনা,
যথা সুখিনী নলিনী ভানুর-বিহনে !
আঁখি বহি অশ্রুধারা ঝরিছে সতত,
শৈল-দেহে প্রস্রবণ যথা বহিপড়ে !
ঘিরিয়াছে চারি পাশে যেন মেঘ মালা
শশীকলা—চেড়ীদল, বিকট আকারা !
হায়রে, রাঘব—হৃদিবৃন্তে সদা, ফুটি
যে কমলিনী ভাসিত— (রে দারুণ বিধি
এই কি সুবিধি তোর ?)—আনন্দ-সলিলে,
পতিত আজি সে ভূমে,—আকুল পরাণ !
কোথায় সে সৌদামিনী,—চির সুশোভিনী—
শোভিত যে সদা নব-মেঘবর-কোলে ;
ধূলি ধূষরিত, আজি এহেন রতন ?
হায়রে মলিন মাতা প্রভুর বিহনে
শুধাংশু অংশু-বিহনে যামিনী যেমনি !
নব-দুর্ব্বাদল--শ্যাম-বামে শোভিতেন
জানকী, কনক-লতাসম, । হায়, দুষ্ট

দশানন রাঘবারি, বঞ্চিয়া-সেখনে
আনিল রে তারে ছিঁড়ি ! ধিক এ জীবনে !
এতেক ভাবিয়া মনে পবন-কুমার
কাঁদিল বিস্তর বসি সেবৃক্ষ-উপরে !
ক্ষণকাল পরে বীর দিলা আপনারে
পরিচয়, দেবীরে কহিয়া কত মত !
স্বর্ণময় লঙ্কাপুরী—জগতা-বাঞ্ছিতা—
মুহূর্ত্তে হায়রে বীর, পুড়াইলা ভস্ম
অবশেষ করি, দাবানল যথা পশি
কুসুম-কাননে ! কত রাক্ষস মরিল,
কত যে পালাইল কেপারে তা কহিতে ?
পুনর্ব্বার ভীম বলে অলঙ্ঘ্য সাগর
লঙ্ঘি মহাবলী হনু, সীতার বারতা
বিবরিয়া-কহিলা, সত্বরে সীতানাথে !

ইতি শ্রীবীরাবলী কাব্যে সীতান্বেষণ
নাম ষষ্ঠ সর্গঃ ।

সপ্তম সর্গ।

(শিশুপাল বধ)

রাজা যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে পৃথিবীস্থ সমস্ত রাজগণ সমাগত হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের পরম শত্রু চেদীশ্বর শিশুপাল উপস্থিত ছিলেন। ইতি পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ শিশুপালের শত বার পর্য্যন্ত অপরাধ ক্ষমা করিতে প্রতিশ্রুত ছিলেন। দুর্ম্মতি শিশুপাল সভাস্থলে বাসুদেবের নিন্দা করিতে ২ এই নিয়ম অতিক্রম করিয়া বাসুদেব হস্তে নিহত হয়েন।

রাজ-সূয়-যজ্ঞ-সভামাঝে, হায় পাপী
শিশুপাল,পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণে হেরি
রোষে মন্দ কথা কয়ে নিন্দিতে লাগিল !—
নিন্দাছলে রাহুরূপ ধরি পাপ আশু
গ্রাসিল রে জ্ঞান-রবি ! জানেনাকি মূঢ়,
এই ভবে, নররূপে অবতীর্ণ দেব
বিষ্ণু, লাঘবিতে সদ্য পৃথিবীর ভার
দমি পাপী জনে? হায়,—রাজ-কুলে জন্ম,
নাহি কি জ্ঞান ; এছার সংসার-সাগরে
তরিবার তরণী এই পুরুষ-রতন !
কাঁপিল রে সকলের হিয়া থর-থরি
বাসুদেব-নিন্দা-কথা শুনি দুষ্ট-মুখে,
যথা বনে মৃগপাল কাঁপে স তরাসে

শুনি ঘোর সিংহনাদ অতি সন্নিকটে !
করিল বিস্তর দ্বন্দ্ব যজ্ঞ-অর্ঘ-লাগি
দ্বন্দ্বী চেদীশ্বর বলী—মহা অভিমানী !
উজলি চৌদিক যথা জ্বলে মেঘ মুখে
বজ্রাগ্নি ; জ্বলিল, হায় ভীমের নয়নে
ক্রোধাগ্নি,— কৃষ্ণ নিন্দা ! হায় কর্ণে শুনি ?—
কেননা রুষিবে এই সুপাণ্ডব-বংশ ;—
কৃষ্ণ-প্রেম-ডোরে বাঁধা পঞ্চ-পাণ্ডু রথী !
দীর্ঘ-তাল-বৃক্ষাকৃতি-গদা ঘুরাইলা
হুহুঙ্কারি ভীমসেন—ভীম পরাক্রমী !
তবে বহুবিধ করি, দেবহ্বযী-কেশ,
শান্তনি বীরেশ ভীমে নিবারিলা, যেন
জীমূত-আসার ঘোর তর দাবানলে !
কহিলা মধুর স্বরে বীর বৃকোদরে
বৈকুণ্ঠ-সম্পদ ;—"আজি মরিবে কুমতি,
বলী, মোর হস্তে,—হায়, ছার অহঙ্কারে
ভুলি ? জানি আমি, সখা, বধ্য মোর, ওই
মূঢ় মতি ?" বৈশ্বানর পাইলে যেমতি
হবি, রোষানল তার দ্বিগুণ জ্বলিল,—
করিল বিস্তর নিন্দা ;—(হায়রে কি দুঃখ)
মজিল চেদীশ্বর আজি দেব-নিন্দায় !—
ধিক্ ! শতধিক্ তারে, যার নাহি মজে
মন, হে কমলা-পতি, (কি দেব কি নর)
ও তব চরণ-পদ্মযুগে অলি-রূপে !
চির-পূর্ণ-শশী তুমি ভক্তির আকাশে !
ভক্ত-মানস-সরসে প্রভু, স্বর্ণ পদ্ম !
সদাপাল ত্রিজগত ; দণ্ড পাপী জনে
কেবা নাজানে, হে প্রভু, এবিশ্ব-মণ্ডলে !

শত বারাধিক, মূঢ়, করিলরে নিন্দা
আত্ম-গর্ব্ব-মদে মাতি। তবে স্বপ্রতিজ্ঞা
স্মরি দেব হরি—ঋষি-কুল-ধেয় ধন—
রোষভরে কম্পমান, রাঙ্গা আঁখি যুগ রক্ত
জবা যেন, গরজি কহিলা সভা মাঝে,
নিদাঘ সায়াহ্নে গর্জ্জে কাল মেঘ যথা,
পরুষ বাক্যেতে, দুষ্টে ;—"অরে রে কুমতি
দেখ্, আপনার দোষে গেলি যমালয়ে ?"
তীক্ষ্ণ শরজাল যথা যবে ব্যাধ দল
হানে, গহন কাননে বারণারি সিংহে ;
হানিলা সক্রোধে এবে ঘুরায়ে ভীষণ
চক্র দেব চক্রপাণি ! (পাপীর চরিত্র
জানি) উঠিল অমনি অশনি-নিনাদে
বিজলী-ঝলসা-রূপে ঝলকি চৌদিকে
বিশ্বনাশী ! মহাতঙ্কে কাঁপিল জগত ?
হায়, সে ভীমাস্ত্রাঘাতে কাটিয়া পড়িল
ভুমিতলে চেদীশ্বর শোণিতার্দ্র মুখ
চন্দ্র, রাহুরূপে যেন গ্রাসিল শমন !
নরপাল-শিশুপাল, ত্যজি প্রাণ আহা
কত পুণ্য বলে বিষ্ণুহস্তে, গেলা স্বর্গে
আইলা আনন্দে অম্বরে-অমরদল ;
বৃষে পঞ্চানন, পঞ্চমুখে গাই হরি
গুণ-গীত, হংসধ্বজে চতুর্ম্মুখ ;—ইন্দ্র
ঐরাবতে ; শিখিধ্বজে কার্ত্তিকেয় ; আর
দেব যত, গন্ধর্ব্ব কিন্নর বিদ্যাধর !
নাচিল অপ্সরা, বাজিল ত্রিদিব বাদ্য
সঙ্গীত তরঙ্গ সহ মিশি অনম্বরে ।

ইতি শ্রীবীরাবলী কাব্যে শিশুপাল বধ নাম;সপ্তম সর্গ

অষ্টম সর্গ !

(অভিমন্যুর যুদ্ধ !)

অভিমন্যু কুরুক্ষেত্রে সমরে দ্রোণ রক্ষিত ব্যূহ মধ্যে প্রবেশ করিলে, জয়দ্রথ আদি সপ্তরথী তাহাকে অন্যায় যুদ্ধে নিহত্ত করেন !

যথা ব্যাধদল ঘেরে, ঘোর বনে গর্জ্জি,
মৃগেন্দ্রেরে ! কুরুক্ষেত্র-রণ-ক্ষেত্রে দ্রুতে
যম জয়ী সপ্তরথী আক্রমিল রুষি
অভিমন্যু বীরে ! সিংহ যথা, ভুজ-বলে
যুঝিছে এবে, প্রচণ্ড-কোদণ্ড টঙ্কারি,
ঘন ঘন অস্ত্র জালে সহজে নিবারি !
মুহুর্মুহুঃ ভীম ধনুঃ কোন ধনুর্দ্ধারী
টঙ্কারিছে ; হুঙ্কারিছে কেহু মদ-মত্তে ;
অগ্নি-কণা-সম শর, রাশি রাশি হানে
আর্জ্জুনি সরোষে গর্জ্জি ; আঁধারি চৌদিক
দৃষ্টি-রোধঃ রেণু-রাশি, আবরি গগণ
উড়ে ঘন, ঘনদল পবন তাড়নে
যথা বরিষার কালে সহসা আঁধারে !
জ্বলিতেছে নভস্থলে, বজ্রানল-তেজে,
শরানল ; থর থরে কাঁপায়ে ধরণী
উঠিতেছে ভয়ঙ্কর হুহুকার-নাদ—
কর্ণ বিদারণ ; তাহে সে রবের সহ
মিশিছে ঘোর ঘর্ঘর কোদণ্ড-টঙ্কার !
গর্জ্জিছে গজ গম্ভীরে ; অশ্ব বৃংহ হ্রেষে ;
রণরঙ্গে চতুরঙ্গ-দল বল রোষে

ধাইছে সমরে পুনঃ! সপ্তজয়ী-রথী
নির্ভয় চিত্তে রণিছে অতি ভয়ঙ্করে,
নাদিছে গম্ভীরে রোষে ভয়ে সে কুমার,
মাতঙ্গ-বৎস যথা হেরি মৃগরাজ
সিংহে। বাজিল ভীষণে রণ রণ-স্থলে!—
মরিল, হায়, অগণ্য সুরথী সারথি;
পড়িল কত মাতঙ্গ, তুরঙ্গ আতঙ্কে;
ভীম অস্ত্রে কাটিলেক কোন বীর রথ,
রথচক্র! কেহ ধনু সহ ধনুর্গুণ;
শত শত পড়ে মৃত-দেহ,—ভীমাকৃতি—
তুঙ্গ-শৃঙ্গাবলী যথা পড়ে বজ্রাঘাতে
খসি, অধীরিয়া ধরা! কাটা মুণ্ড যায়
কোথায় বা গড়াগড়ি; বর্ম্ম চর্ম্ম; তীক্ষ্ন
প্রহরণ—রিপুঘাতী, বহিল কৌতুকে
প্রবাহ-বাহিনী রূপে শোণিত প্রবাহ!
পাণ্ডব ভরসা-রবি অস্তমিত আজি;
হায়রে, পশিল আজি,—বীর অর্জ্জুনের
চির আশা-প্রসূনে অকালে কাল কীট!
বিষাদে তরাসে, মরি, নিশ্বাস তেয়াগি
রিক্ত হস্তে দাঁড়াইলা বীর তেজোহীন
বহুলে যেন, পাণ্ডুকুল-ইন্দু,—নিশীথে
প্রফুল্ল কমল যথা মলিন বিষাদে;
কিম্বা মণি-সুশোভিত ফণী সে মণির
বিহনে! ক্ষণেক পরে তবে শূর শ্রেষ্ঠ
অভিমন্যু পড়িল রে অন্যায়-সমরে!
পিতৃ মাতৃ-পদ-স্মরি ত্যজিলা পরাণ?

ইতি শ্রীবীরাবলী কাব্যে অভিমন্যুবধ নাম।

অষ্টম সর্গঃ।

নবম সর্গ।

(অর্জ্জুনের শোক।

কুমার অভিমন্যু অর্জ্জনের পুত্র ছিলেন! কুরুক্ষেত্র সমরে সপ্তরথী কর্ত্তৃক অন্যায় পূর্ব্বক তিনি রণে নিহত হইলে, অর্জ্জুন পুত্র-শোকে-নিতান্ত কাতর হইয়া জয়দ্রথকে বধ করিবার জন্য প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন!

গহন কাননে যথা নিষাদের শরে
পড়ে সিংহনাদে সহসা আনায়ে,
হায়রে, পাই সুতের নিধন-সংবাদ
পড়িলা তেমতি ভূমে বীর ধনঞ্জয়,—
আচম্বিতে অচেতনি! উঠিল বিষম
হাহাকার রব, হায় শিবির-মাঝারে!
ভাই চারিজন শোকী অভিমন্যু শোকে!
হৃদয়-পঙ্কজ-রবি ডুবিল অকালে,
মরি, শোকের জলদে! ঝর ঝর ঝরে
বহিতেছে অশ্রুধারা অবিরাম গতি!
বাক্য হীন সকলের আর্জ্জুনির শোকে!
ক্ষণেক পরে চেতন পাইয়া বিষাদে
নিশ্বাস ছাড়ি, কাতরে কহিলা অর্জ্জুন;—
"নিশীথে স্বপন যেন হলো মোর পক্ষে
কি এ ঘটনা? সতত পরাজিত যার
সমরে অমর-কুল, সেবীরে বধিল
আজি, সপ্তরথী? সিংহ বৎসে বধিলকি
শৃগালের পালে? কি পাপে, বিধি এ তাপ!—

কোন দোষে দোষী তব চরণে অর্জ্জুন।
কি দোষ দেখিয়া পুত্র,আমারে ছাড়িলা ?
কে রাখিবে পাণ্ডব-কুলের জল-পিণ্ড-
ধারা তোমা বিহনে ! কিরূপে সহি নিত্য
এ দুঃসহ শোক তাপ—থাকিব এ ভবে !
কোন পাপেতে তুই, রে দুরন্ত কৃতান্ত,
হরিলি (সহসা করি এবে অন্ধকার)
অর্জ্জুন-জীবন-রত্ন—অতুল জগতে !
বুঝিলাম আজি, বিধি বাম মম প্রতি,
তেঁই নিবিল রে, হায়, আশাদীপ চির—
যার সুচারু বিভায় উজ্জ্বল সতত
মনের মন্দির ! আহা ! দুষ্ট রাহু-গ্রাসে
পাণ্ডব-কুমুদ-ইন্দু পতিত অকালে;—
অন্যায় সংগ্রামে) ! কেহ, বৎস, কিসান্ত্বনা—
ছলে সান্ত্বনিবে তব শোকিনী জননী,—
মণি-বিহীনা ফণিনী কবে সান্ত্বনয়ে ?
পাণ্ডু বংশ-অবতংস তুমি, পুত্রবর ;--
এ চির-গর্ব্ব-খর্ব্ব আজি রিপুর গর্ব্বে !—
ধনঞ্জয় প্রাণধন হারাইল আজি,—
(হে বিধি, তোমার বিধি কে পারে বুঝিতে ?)
তোমার শোকে অধীর ধীর ধর্ম্ম রাজ—
আদি বীর ! দুর্ব্বার শোকাগ্নি নিবাও
বাক্য—পীযূষ—সলিল বরষিয়া, বৎস—
মেঘাসার বন--বৈরী দাবানলে যথা !”
কাঁদিয়া কাঁদিয়া তবে এতেক কহিয়া,
শূর-কুল পতি শূর অর্জ্জুন, করিলা
প্রতিজ্ঞা ত্বরা, বধিতে জয়দ্রথ বীরে !

ইতি শ্রীবীরাবলীকাব্যে অর্জ্জুন-শোক নাম নবম সর্গঃ।

দশম সর্গ।

(সুগ্রীবের প্রতি লক্ষ্মণের তাড়না)

কিষ্কিন্ধ্যাপতি সুগ্রীব রামচন্দ্র কর্ত্তৃক বালীর বধান্তে স্বরাজ্য প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার ভার্য্যা সীতাদেবীকে উদ্ধার করিতে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। পরে সুগ্রীব রাজ্য মদে মত্ত হইয়া স্বপ্রতিজ্ঞা বিস্মৃত হইলে রামচন্দ্র সুগ্রীবকে ভর্ৎসনা করার জন্য লক্ষ্মণকে পাঠাইয়াছিলেন।

পাই-আদেশ তবে প্রভু রঘুরাজের,
ত্যজি কানন-নিবাস, সৌমিত্রি কেশরী—
রাঘব-সরজ-রবি, চলিলা সরোষে—
আরক্ত-বরণ-আঁখি কিষ্কিন্ধ্যাভি মুখে,—
আশুগতি-গতিশূর, কিরাত-যেমতি
হেরি দূর বনে মৃগে, ধায় বায়ু বেগে!
হেরিলা রাঘবানুজ নগর-ভিতরে
কপিরাজ রাজপুরী! স্বর্ণ সংঘটিত
গৃহাবলী, মনোহর স্তম্ভ সারি সারি;
গগন-পরশি গৃহচূড়া শোভে উচ্চে
শত-তুঙ্গ শৃঙ্গ যথা শৃঙ্গধরোপরি!
চারি দিকে চারু তরু,—শাখা-মুখে বসি
সুখে গায় পীকবর, সঙ্গীত সুধায়
পুরিদেশ! গুঞ্জরে মধুকর-নিকর;—
বহিছে সুগন্ধ গন্ধ-বহ, বহি রঙ্গে
অবিরাম, কোকিলার কলকণ্ঠস্বর!
উতরিলা বীরবর সুমিত্রা-কুমার

হস্তে ধনুঃশর, কপি-রাজ রাজালয়ে !—
ঘন কাঁপিল কিষ্কিন্ধ্যা কার্ম্মুক-টঙ্কারে
বীরের, ঘোর ভূকম্পনে যথা ; জ্বলিল
বনরাজী কোপানল-তেজে, দাবানলে
যেন ! সভয়ে হেরিলা যতেক বানর
বৃন্দ, দেবাকৃতি শূরে ; জ্বলিছে নয়নে
রোষ-অগ্নি, মেঘ-মুখে যথা বজ্র অগ্নি ;
সিংহনাদ মুখে ; হায় কাঁপিল সকলে !
পালাইল কপিদল, পালায় যেমতি
ঊর্দ্ধশ্বাসে মৃগদল হেরি মৃগরাজে !
তবে পাই বার্ত্তা যত বানরের স্থানে,
আইলা সরোষে গর্জ্জি সুগ্রীব-সুগ্রীব,
যথায় তোরণ-কাছে আছেন লক্ষ্মণ !
নাপারি চিনেতে বীরে—কহিলা কপীন্দ্র,
কহ তুমি কোন জন, কি নাম তোমার
কোন দেশ বাসী, কহ, কোন বীরাঙ্গজ ?
কিসের কারণে আসি করহ বিবাদ ;
কহ শীঘ্র করি ? হুহুঙ্কারি উত্তরিলা
রামানুজ ভীমনাদী ;—"রে অসত্য বাদী
সুগ্রীব, চিনিতে কেন পারিবি এখন ?—
রাজ ভোগ ভোগী তুই কাম মদে মত্ত,—
পাইয়া বানরী নারী নিত্য রত, তুই
কাম-ক্রীড়ায়! বুদ্ধি হীন, বানর জাতি,
জানি আমি ; ধিক্ তোরে ! তেঁই ভুলেছিস্
ওরে নির্ব্বোধ, রাঘব-বংশের ভুষণ
প্রভু রামচন্দ্রে এবে ! বল্ উমানারী—
তোর পত্নী'—রে প্রতিজ্ঞা-বঞ্চক বানর,
কারগুণে লভিলি ? কার বলে পাইলি

বালীর নয়ন-তারা, তারা-নারী-রত্নে,—
রাজছত্র, রাজদণ্ড, আর রাজ্য খণ্ড ?
হইল গত বরিষা ; নির্ম্মল চন্দ্রমা
শরদের, প্রকাশিল গগণ মণ্ডলে—
তবু, মূঢ় না করিস্ স্বসত্য স্মরণ ?
সাধিতে আপন কাজ, আশু চাতুরিলা
তুমি কপি শ্রেষ্ঠ! বৃথা! বধিয়া বালীরে
করিলেন উপকার তব রঘু রাজ ;
পরোপকারী তিনি নিয়ত—মূর্ত্তিমান
দয়ার-সাগর সেই দয়াময় রাম !
হায়রে শোভিতেন যে সীতা সদা যাঁর
অঙ্কে, সজল জলদে যেন সৌদামিনী—
কাতর সে সীতাপতি সীতার বিরহে !
শুখাইল অকালেতে আশা সার, হায়
শুখায় নদীর জল যেমতি নিদাঘে !
রে অধর্ম্মি বানর, লঙ্ঘিলি সত্যপথ—
ধর্ম্মে দিয়া জলাঞ্জলি ? নাশিব এখনি
মূঢ়, রাজ্যসহ তোরে ! যেই এক বাণে,
বধিলেন রাম তোর জেষ্ঠ ভ্রাতা বালী
সেই রূপ এক শরে আশু বধি তোরে
আর যত কপি কুল, লণ্ড-ভণ্ড করি
আজি কিষ্কিন্ধ্যা নগর—নিজ ভুজ বলে ?
বীর-কুলে জন্ম তব বীর ; রামানুজ
লক্ষ্মণ, বাঞ্ছে, শীঘ্র সমরিতে, সুগ্রীব
তব সহ ; দাও রণ মোরে, কিম্বা কর
রণ তাঁর সঙ্গে আজি, কপিনাথ ; আর
ব্যাজ নাহি সহে !" এই কহিনু তোমারে

ইতি শ্রীবীরাবলী কাব্যে লক্ষ্মণ তাড়না নাম দশম সর্গঃ

একাদশ সর্গ।

তারকাসুর বধ।

পুরাকালে তারক নামে এক মহাবল পরাক্রান্ত অসুর ছিলেন। অসুর রাজ তপস্যা দ্বারা লোক পিতামহ ব্রহ্মাকে পরিতুষ্ট করিয়া তৎপ্রদত্ত বর প্রভাবে সমগ্র ত্রিলোক জয় করিয়া দেবগণকে স্বর্গচ্যুত করিয়াছিলেন। অমরকুল তৎ-কর্ত্তৃকসাতিশয় নিপীড়িত হইয়া প্রজাপতি ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। পরে তাঁহার উপদেশ অনুসারে হরবীর্য্য সম্ভূত কুমার কার্ত্তিকেয়কে সেনাপতি করিয়া তারকাসুরকে রণে পরাজিত ও নিহত করিয়াছিলেন।

বাজিছে রণ-বাজনা আজি ঘোর-রোলে
অমর পুরে? আস্ফালে করিযূথ; অশ্ব
সঘনে হ্রেষে; উড়িছে পতাকা চঞ্চলে,
চল-চারু-সমীরণে; হুঙ্কারিছে এবে
অমর সমর-মদে মাতি; রথচয়
সদা ঘর্ঘরে নির্ঘোষে অনল উগরি,
যথা-ঘোর বরিষায় গম্ভীরে অম্বরে
মন্দ্রি অযুত জীমূত উগরে বজ্রাগ্নি?
অমর-সেনা সহিত সাজিলা হরষে
কৃত্তিকা-কুল-পঙ্কজ-রবি, কার্ত্তিকেয়
মহারথী,—রণ-দণ্ডেচণ্ড-দণ্ড-দাতা
সদা বৈরিকুল প্রতি,—সমরিতে শূর
তারকাসুর সনে, হায়রে, সাজিলেন

যথা কৈলাস-শিখরে, বীরভদ্র রূপে
প্রমথ-নাথ প্রমথদল সহ রুষি
যবে সতী দাক্ষায়ণী মূঢ় দক্ষরাজ-
গৃহে যজ্ঞস্থলে (পতি-নিন্দায়) ছাড়িলা
পরাণ —জগৎমাতা জগত আঁধারি ?
ভীম মেঘ-দল চলে যথা ঝড়ে রড়ে ;—
হুহুঙ্কারে ধরি করে প্রচণ্ড-কোদণ্ড,
চলিলা শূর সেনানী সেনাদল-বলে
আহবে—দেব-দানব-মানব-আতঙ্ক ?
ভাঙ্গিলে জাঙাল আশু বরিষা-সময়ে
কারাবদ্ধ-জলরাশি জল-পথে যথা
ছোটে, আসিল সেক্ষেত্রে তারক অসুর
দুস্ট, সঙ্গে লৈয়া দৈত্যাসুর দল বল ?—
কাঁপিল অধীর ধরা মুহুর্মুহুঃ ত্রাসে ;—
নড়িল স্থাবর-আদি সেমুহুঃ লড়নে ;
আঁধারিল রণস্থল রেণু রাশি উড়ি ?
গভীর গর্জ্জনে গর্জ্জি তারকীয় চমূ—
ভীম-প্রহরণ-পাণি, বিদরিল কর্ণ ?
সমরে অমরদল, দানব মর্দ্দন,
বেড়িল গরজি বৈরিদলে, ঘোর বনে
বেড়ে শার্দ্দূলের পাল যথা মৃগ পালে ?
বাজিল ভীষণে রণ দেব-দৈত্য-দলে—
দুর্ব্বার ? জ্বলিল ঘন নিক্ষিপ্ত-শরাগ্নি
বিজলী-ঝলসা-সম ঝলসি নয়নে ;
আর্ত্তনাদ সিংহনাদ উঠিছে চৌদিকে
মিশিয়া অদূর শঙ্খ-নাদে,—প্রলয়ের
* নভঃ ক্রান্তী-গর্জ্জন যেন সিন্ধু কল্লোল,

* মেঘ।

সহ ! ধনুকে যুড়িয়া ইষু রণ-সিংহ-
অসুর-রাজ ধাইল লক্ষি সেনানীরে,—
বজ্রনখ-বাজ যথা হেরিয়া অদূরে
কপোত ? রতন-ময় শিরস্কে দীপিছে
বিজলী ; কিবা সুচারু বর্ম্ম চকু চকে ;
রবির-পরিধি হেন ঢাল খান যেন ;
ভীম-উরু-দেশে ভীমঅসি, খরশান
অতি, তাহে বিবিধাস্ত্র ভূষিত সর্ব্বাঙ্গে,
*নখায়ুধ বজ্রনখে যেমতি ভূষিত ?
দেব শিখী বরাসন-দেহে হুহুঙ্কারি
হানিল, দুষ্ট দেবারি তারক, কলম্ব
শতেক ; কাটিয়া তাহা সুর-কুল-রথী
ষড়ানন মহামতি, হেলায় বিন্ধিলা
শূর, সহস্র সুতীক্ষ্ণ শরে,(অগ্নিময়
ইম্বাসে যুড়ি,) দৈত্যেন্দ্রে, ইন্দ্রজিদ্বীজয়ী
রামানুজ, যথা ভীম অস্ত্রে ইন্দ্রজিতে ?
হানিতেছে দেবদৈত্য সৈন্যদল, শর
পুঞ্জ পুঞ্জ,—পরস্পরে অবিরাম গতি ;
পড়িছে সঘনে অগ্নি-কণা-পূর্ণ-অস্ত্র
ঝাঁকে ঝাঁকে, (হায়, বারি-স্ফোট-পাত যেন
বরিষার ?) আলোকরি দশদিশ এবে,—
স্থির-চপলার তেজে নয়ন ধাঁধিয়া ?
অস্থিরিয়া পলাইল বিষম পীড়নে
চৌদিকে দনুজ-দল, গিরি-গুহা-স্থিত
মধুচক্র ছাড়ি, যথা-দলে দলে উড়ি
মধুলোভী মধুকর পলায় সত্রাসে,

---

* সিংহ ব্যাঘ্র ইত্যাদি।

পরাক্রমে যবে কেহ লুটয়ে সেচক্র ?
মরিল অসীম দৈত্য, কত পদাতিক ;
মরিল নিষাদী ; গজ গরজি পড়িল ;
হত গতি হয় ব্যূহ ভীষণ-আকৃতি ;
শোণিত-স্রোতে ভাসিল, সেসমর-ক্ষেত্র ?
বহুক্ষণ এইরূপে যুঝিল বিস্তর
দানব-কুল-হর্য্যক্ষ তারক সুবীর ?
কতক্ষণে, (ধনুকেযুড়িয়া) মন্ত্রপূত
করি রৌদ্র অস্ত্র, মহাতেজাঃ কার্ত্তিকেয়
শূরর্ষভ অতিদ্রুতে ছাড়িলা সরোষে ;
বিদ্যুৎ-নিভ ঝলকিল সেঅস্ত্র-আলোকে
জগত ? দনুজ-ইন্দ্র—হায় সুরপুর-
চির-বিবাদী, তারক, তীক্ষ্ণাস্ত্র-আঘাতে
সমরে ত্যজিল প্রাণ ? কাঁপিলা বসুধা
ত্রাসে মুহুমু্হুঃ ; নদ নদী উথলিল
ভৈরব-আরবে ; স্বর্গে, পাতালে, ভূলোকে
যতপ্রাণী মহাতঙ্কে প্রমাদ গণিলা ?
কৃতান্ত-সম দুর্দ্দান্ত তারক অসুরে
বাহুবলে বধি তবে তারক সূদন,—
দানবান্ত—কারী,——দেবদলে নিস্তারিলা

ইতি শ্রীবীরাবলী কাব্যে তারকাসুর
বধনাম একাদশ সর্গঃ ॥

দ্বাদশ সর্গ।

(হর ধনু ভঙ্গ?)

[মিথিলাধিপতি জনক রাজার এই প্রতিজ্ঞা ছিল যে, তাঁহার গৃহস্থিত ভুবন বিখ্যাত হরধনু যিনি বলপ্র কাশ দ্বারা ভঙ্গ করিতে পারিবেন তাঁহার সহিত স্বীয় কন্যা সীতাদেবীর (বিবাহ) হইবেক? কিন্তু বহুকাল পর্য্যন্ত কোন রাজা ঐ ধনুক ভঙ্গ করিতে সমর্থ হন নাই, পরে অযোধ্যাধিপতি দশরথ রাজার পুত্র শ্রীরামচন্দ্র দেব স্বক্ষমতাক্রমে, সভাস্থলে, উক্ত ধনু ভঙ্গ করিয়া জনকরাজ দুহিতা লাভ করিয়াছিলেন?]

উঠিছে মিথিলা রাজ রাজ-পুরে আজি
ঘোর-রোলে নৃ-কল্লোল, সাগর-কল্লোল
পবন-তাড়নে যথা—শ্রবণ বিদরি।
ছড়াইছে স্বর্ণ-মুদ্রা কেহ রজে-পথে;
গাঁথিছে কুসুম-দাম কেহবা আনন্দে;
বাজিছে কত প্রকার বাদ্য—মনোরম;
গাইছে গায়ক সুখে; নাচিছে নর্ত্তকী,—
বিদ্যাধরী-সমরূপে গীতরসে মজি;
চিত্ত বিনোদিনী-বীণা-ধ্বনি উথলিছে,
মৃদু মধুময়? আহা, সকলের কাণে
মন্দে বহিছে সমীর ও বাদিত্র-স্বর,
রাজালয়ে যথা বহে সুস্বনে সতত,
অনন্ত-বসন্ত বায়ু, কোকিল-কাকলী-
লহরী বাসন্তামোদে চিত্ত বিনোদিয়া!

লক্ষ লক্ষ রাজা, ঋষি, মহানন্দে আসি,
স্বয়ম্বর-সভাস্থলে বসিল সকলে !
আইলেন পরে রাম রঘু-কুল-মণি,—
(ঋষি শ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্র ঋষি- অনুগামি)
প্রিয়ানুজ সুলক্ষণ লক্ষ্মণ সহিত।
নব-মেঘ-শ্যাম-বর্ণ ; স্বর্ণ-হার শিরে,—
মণ্ডিত অতুল-রত্নে ; চারুগল-দেশে
মুকুতা-দাম ; মধুর-অধরে সুহাসি ;
বাস পীতাম্বর ; ধ্বজ-বজ্র-কমলাদি —
চিহ্ন, হায়রে, মরি সে কোমল-চরণে !
বসিলেন সে সভায় রাঘব-সরজ-
রবি, রূপের আভায় চৌদিক্ করিয়া
আলো , নক্ষত্র-মণ্ডল-মাঝে পূর্ণ চন্দ্র
সম, রামচন্দ্র আহা, শোভিলেন যেন ?
সে দিব্য রূপ-মাধুরী—আমি অল্পমতি—
মানব-রসনা কভু পারেকি বর্ণিতে ?
এভবে, ভক্তি-সাগরে মুকুতির তরি
এর সম আছে কিরে আর ? দেখ ভাবি,
হে ভাবুক, যার পদ-রেণু—পরশনে
পাষাণ মনুষ্য হৈল ; সেপদ-পরশে
পুনঃ দারুময় তরী হল স্বর্ণময় ?—
এই নর-রত্ন নহেরে সামান্য জন ;
হায়, কেজানে, কিপুণ্য ছিল পূর্ব্ব জন্মে,
তব, হে জনকরাজ ! ধন্য নর তুমি
যাহাতে পাইলে তুমি এহেন রতন !
হেথা ছিল যতনৃপ—অতুল সভায়—
একে একে মহাদর্পে (হুহুঙ্কার করি)
ধরিল ভাঙ্গিতে সবে সেভীষণ ধনু

দেব দত্ত ; কিন্তু দৈব বশে সকলেরি
অবর্থ্য-পরাক্রম, হায়, ব্যর্থ্য হইল ?
বৃথা এশ্রম তাঁদের ?—বিধির বিধান
অখণ্ডন ; কোনকালে হয়কি খণ্ডন ?
অতঃ পরে তুলিলা গুরু চরণ স্মরি
হেলায় ভীম-কোদণ্ডে, দেব রঘুরাজ—
সীতা-মন-কুমুদেন্দু—দাঁড়ায়ে সেস্থলে !
ভূকম্পানে পড়ে যথা ভূতলে উপাড়ি
সুবিশাল-শালবৃক্ষ, ভীষণ-নিনাদে ;-
মুহূর্ত্তেকে করি দুই খণ্ড সেকোদণ্ডে,
হায়, ভাঙ্গিয়া ফেলিলা-দাশরথী রথী ?
সপর্ব্বতা সসাগরা ধরনী কাঁপিল,
উঠিল চমকি হায় ভার্গবের বীর-
হিয়া ! বিকসিল সীতা মনঃ সরোজনী !
লঙ্কাপুরে রাজ সভামাঝে যথা বসে
রাবণ, আচম্বিতে সিংহাসন উঠিল
কাঁপিয়া—ভাবী শক্র নাশ ভরসে
জয় জয় নিনাদিল অম্বরে অমর

ইতি শ্রীবীরাবলী কাব্যে সীতা স্বয়ম্বরে
হরধনু ভঙ্গনাম দ্বাদশ সর্গঃ ।

ত্রয়োদশ সর্গ।

(সীতা হরণ)

রামচন্দ্র পিতৃ আজ্ঞা পালনার্থ পঞ্চবটী বনে অবস্থিতি কালে একদা ভ্রাতৃদ্বয় মৃগয়ার্থ বহির্গত হইলে, সেই সুযোগে লঙ্কাপতি রাবণ ছদ্ম অতিথি বেশে উপনীত হইয়া ভিক্ষা প্রদানার্থ কুটির বহির্গতা সীতাদেবীকে হরণ করিয়াছিলেন।

একাকিনী বৈদেহীর হেরিয়া কুটীরে,
আসিল সত্বরে মূঢ় দশানন, ভণ্ড-
যোগী-বেশে, ব্যাঘ্র যেন হেরি হরিণীরে
গুপ্তে লতা-আবরণে? তেজস্বী, দুর্ম্মতি,
সর্ব্বভুক্-নিভ;—জটাজূট শিরে, স্কন্ধে
ঝুলি, বিভূতি-ভূষিত ভীষণ- শরীর;
"ভিক্ষা সত্বরে দেহগো কুটির-বাসিনী"
বলি, বলী দাঁড়াইল? কহিল উদাসী
পুনঃ,—"দুই দিবসের উপবাসী আমি,
সত্বরে ভিক্ষা প্রদানি, শশধর-মুখি,
বিদায় করহ; দহে দাবানল-সম
ক্ষুধানল অবিরাম; কাদম্বিনী-রূপে
তুমি দেবী, দয়াসার বর্ষি, সদ্য কিছু
ভক্ষ্যদানেও নিবাত্ত এদুর্ব্বার অনলে?"
প্রণমি তবে, উত্তর করিলা সুস্বরে
সতী সীতা——রাঘব-মানস-সরোবর-
সরোজিনী;——"কিছুকাল অপেক্ষা করহ
হে অতিথি আসিছেন প্রভু রঘুরাজ?"
তবে মধুর-ভাষিনী জানকীর বাণী

শুনি, সরোষে মায়াবী উত্তরিলা ;——“হায়
রঘু-কুল-বধূ তুমি, বিখ্যাত জগতে ?——
কাতর ভিক্ষুকে আজি তুমি ভিক্ষা দিতে ?
লোক-রটনায় শুনি, মূর্ত্তিমতী দয়া-
রঘুবংশে ? কেবলেতো,—স্বচক্ষে দেখিনু ?
নহে কহ, চন্দ্রাননে ? যাই চলি, আশু
ছাড়িয়া এস্থান, শাঁপানলে করি ভস্ম, ?” —
এত কহি জ্বলিলরে মায়াগুণে, ধক্
ধকি রোষাগ্নি মায়াবী রাক্ষসের চক্ষে ?
সত্রাসে তখন, আবরি বদন-ইন্দু
জনক-নন্দিনী, কর পদ্মে ভিক্ষালয়ে
চলিলেন, মাতা মরি,—মঞ্জু-গজগতি ?
দাঁড়াইলা কোমলাঙ্গী ভিক্ষা প্রদানিতে
যেই, পাপীর সম্মুখে ; হায় যথাযবে
ঘোর বনে ভীমাকৃতি সিংহ সিংহনাদে
ধরে বন-বিহারিণী মৃগীরে সহসা
তেমতি ধরি রাক্ষস-নাথ, বৈদেহীরে,—
রামের নয়ন-তারা,—রথে চড়াইয়া
অতি দ্রুতে, লয়ে গেলা লঙ্কাঅভিমুখে ?
হরিল আজি রাঘব-জীবন-কানন-
মধুকরী, রাঘবারি দুষ্ট দশানন ?
গ্রাসিল সহসা রাহু পূর্ণ- শশীকলা ?
শুখাইল পদ্ম , মরি অকালে নিদাঘে,
একে মগ্ন দুঃখের সাগরে রামচন্দ্র,
তাহে পুনঃ প্রবেশিল বিরহ-পাহাড়,—
হায়, ডুবাইয়া তাঁর চির-আশাতরী ?

ইতি শ্রীবীরাবলী কাব্যে সীতা হরণ নাম ত্রয়োদশ সর্গঃ

চতুর্দ্দশ সর্গ।

দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরে যুদ্ধ ?

যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চপাণ্ডব দুর্য্যোধন নির্ম্মিত জতুগৃহ হইতে পলায়ন করিয়া অজ্ঞাত বাস কালে পঞ্চালাধিপতি দ্রুপদ রাজার পুত্রী দ্রৌপদী-দেবীর স্বয়ম্বর হইয়াছিল। এই স্বয়ম্বরে নানা দিগ্দেশ হইতে ভূপতিগণ সমাগত হইয়াছিলেন এবং পাণ্ডবেরাও ছদ্মবেশে তথায় উপস্থিত ছিলেন। সমাগত ব্যক্তিগণের মধ্যে কেহই দ্রুপদ নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্য ভেদ করিতে সমর্থ হন নাই। পরিশেষে বীরবর অর্জ্জুন সেই লক্ষ্যভেদ করিয়া দ্রৌপদীকে লাভ করিলে সভাস্থ নরপতি বর্গ মহাক্রোধে তাহার সহিত যুদ্ধ করিয়া সকলেই পরাজিত হইয়াছিলেন।

ভয়ঙ্করে হুহুঙ্কারি লক্ষ লক্ষ রাজ-
রথী, বেড়িল চৌদিকে শূর-কুল-পতি
শূর অর্জ্জুনে, হায়রে, নিষাদের দল-
মিলি, বেড়ে জালে যথা ইরম্মদাকৃতি- '
পারীন্দ্রে ? সহসা চারিদিকে নিনাদিল
শত শত কম্বু অম্বুনিধি-নাদ-সম !
বজ্রানলা কৃতি-তীক্ষ্ণ শর রাশি রাশি,
ধনুকে যুড়ি, হানিল রাজ ধনুর্দ্ধারী-
কুল ধনঞ্জয়-প্রতি।—আস্ফালিছে কেহ
ভীম-অসি ; কোন বীর গর্জ্জে বীর-মদে ;
কেহ চণ্ড শূল-দণ্ড ; নাদিছে ভৈরবে

কেহ, মদকল করী যেন মত্ত-মদে
গহন বিপিনে। ধিক্ রাজ রথী চয়ে।
বৃথা এরোষ;—বিধির লিখন কে খণ্ডে?
কারারুদ্ধ পয়োরাশি যথা-ঘোর শব্দে
গিরি-গহ্বর হইতে বাহিরিয়ে পড়ে;
হুহুঙ্কার-নাদে আশু পার্থ মহামতি
প্রকাশিল স্বীয়-অস্ত্র ভুবন-তরাস!
সহসা সে স্বয়ম্বরে সমর-লহরী
উথলিল! চপলার রূপে চারি দিক্
শোভি, জ্বলিল সঘনে বীরের কোপাগ্নি;
ধূলা-রাশি মেঘাকার; শত বজ্র-নাদ
ঘন কার্ম্মুক-টঙ্কার! কাঁপিল মেদিনী
থর থরি;—টল টলে টলিল পর্ব্বত
সেকম্পনে!—ভুমিতলে পড়িল বিহঙ্গ—
মূর্চ্ছাগত প্রাণ যেন কিরাতের শরে!
মুহূর্ত্তেকে শর জালে রাজরথী-ব্রজে
সে সমরে পরাস্তিয়া শূরেন্দ্র অর্জ্জুন,
নিবারিলা মন-রাগে, যথা বিভাবসু,—
সর্ব্বভুক্ খরতর-তেজে বিনাশিয়া
হেলায় কাননাদি, নিবারেন স্বতেজে!

ইতি শ্রীবীরাবলী কাব্যে দ্রৌপদীস্বয়ম্বর যুদ্ধ নাম
চতুর্দ্দশ সর্গঃ!

পঞ্চদশ সর্গ।

রাবণের দিগ্বিজয় কালে!

লঙ্কাধিপতি রাবণ দিগ্বিজয় ব্যাপারে বহির্গত হইয়া নানা দেশস্থ ভূপতিগণকে পরাজয় করিয়া বলদর্পে দর্পিত হইয়া ক্ষত্রিয় প্রধান মহারাজ কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের রাজ্যাদি হরনাভিলাষে তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়াছিলেন। কিন্তু রণে পরাজিত ও অপমানিত হইয়া লঙ্কাপুরে প্রত্যাগমন করেন। পাঠকবর্গ বাল্মীকি রামায়নের উত্তরাকাণ্ড পাঠ করিলে সবিশেষ জ্ঞাত হইতে পারিবেন।]

বাজিল নির্ঘোষে শত শত রণ-বাদ্য
রাক্ষস-রাজ-তোরণে—কনক লঙ্কায়!
ঘোর-রোলে গরজিছে গজ-রাজি; অশ্ব
হ্রেষে সতত; হুঙ্কারে সুরথি সারথি
দল, ভয়ঙ্করে,—মত্তবীর-মদে, শঙ্খ
অসংখ্য ধ্বনিল, মন্দ্রে অযুত জীমূত,
যেন, প্রলয়ের কালে বিশ্বপ্রলয়িতে!
দিব্য-রণ-সাজে সাজি বাহিরিল বেগে
জল রাশি-স্রোতঃ-সম রক্ষঃ লক্ষলক্ষ!
পথ দুপাশে চলিল সবে মহাদর্পে
আশুগতি-গতি,—ব্যাধ-বৃন্দ, লক্ষ্যকরি
বন-বিহারী পাখীর মধুময় গীত-
ধ্বনি, বন-অভিমুখে যায় মহাহ্লাদে
যথা, বিদ্ধিতে নশ্বর প্রহরণে তারে;
কিম্বা ঘন-দল যথা পবন-তাড়নে!
তাহে খড়্গ-চর্ম্ম করে, ভীম মূর্ত্তি-ধারী—
যায় কাতারে কাতারে কাঁপায়ে ধরারে!
সর্ব্বাগ্রে পতাকী-বৃন্দ উড়ায়ে পতাকা;

বাজিছে দামামা আদি শ্রবণ বিদরি !
রথ-চক্রে ঘোড়া, হায়, মাতঙ্গ, তুরঙ্গ
শত ; কালরূপী বসে তাহার উপরে
সুত ব্রজ ; রেণু-রাশি চৌদিক আবরে
ঘন ঘন-রূপে ; ধরা কাঁপে পদভরে !
বিভা বসু-রূপী বীর-দল ; ধূলারাশি
শোভে ধূম-সম , তাহে অস্ত্র পুঞ্জ জ্বলে
শিখা-রূপে ; চক্‌চকে মণি-আভা-নিভ
মণিময় বর্ম্ম ; ভাতে রবিকরতেজে
ভীষণ-অসি ; খেলিছে রত্নে-স্তবা-আভা—
রাশি সুবর্ণ-কিরীটে,—ঝলসি নয়নে,
মেঘময় অম্বরে চপলা-যেমতি ;
কিম্বা শক্র-ধনুবর খচিত সুরঙ্গে !
বাহিরিলা রণ-বেশে রক্ষঃ-কুল-নিধি
দশানন মহবলী পুষ্পক আরোহি !
উজলিয়া দশ দিশ্‌ চলিল বেগেতে
হৈম রথবর, যথা একচক্র রথে
দেব ভানুঃ যবেযান অস্তের অচলে
সুউজ্জ্বল করজালে আলোকি গগণ !
কাল-অগ্নি-সম চক্র উগরিল অগ্নি !
চলিছে কাতারে সঙ্গে রক্ষঃ সৈন্য, যথা
সাগর-তরঙ্গ মালা পবন-তাড়নে !
সেনাগণ, সিংহনাদ উঠিছে আকাশে
ভয়ঙ্কর !—সে রবের সহ হ্রেষাধ্বনি,
কার্ম্মুক-টঙ্কার-ধ্বনি, অবিরাম-মিশে
যথা প্রলয়ের-কালে কাল মেঘ ধ্বনি
চির-কোলাহলী সমুদ্র-কল্লোল সহ ।
কিবা ! বীর আভরণ শোভে, রক্ষঃ রাজ,

বীর-দেহে—অনুক্ষণ ময়ন ধাঁধিয়া !—
কটিদেশে তীক্ষ্ণ অসি, রবিকর-সম
তেজোময় ; স্বর্ণ চাপ বিংশতি করেতে,
তূণ—পূর্ণ-শর রাশি, দীপে বক্ষ দেশে,
[illegible] মের পারিধি যেন, সুচ রু-কবচ
[illegible] খেলিছে মুকুটে
[illegible] ! পূর্ণিমা-নিশীথে
নির্ম্মল-চন্দ্রমা যথা সরোবর-নীরে ;
কিম্বা-বিদ্যুতের রেখা যথা মেঘমালে !
উতরিলা আচম্বিতে রক্ষ সৈন্য সহ
রক্ষোরাজ, ক্ষত্ররাজ-মণি মহারথ
কার্ত্তবীর্য্যের তোরণে ! নিনাদিলা ধরি
রণ-ঘন্টা ঘটা মহা রোলে যেন শত
বজ্রনাদে ! রাজদূত বাহিরিআসিল
অগণিত ! পাইতবে সংবাদ বীরের—
উজলি অম্বর যথা ছোটে উল্কারাশি,—
আইলা সে ক্ষেত্রে ক্ষত্র-বংশ-ত্রাসবীর্য্য
কার্ত্তবীর্য্য মহাশূর সেনা দল বলে !
হইল বিস্তর গালাগালি দুই দলে ;
বাজিলঃ আশু গম্ভীর রণ রক্ষঃ ক্ষত্রে !
শত শত অম্বুরাশি স্রোত নাদে কম্বু
অযুত নাদিল ; ধনুঃ টঙ্কারি পুরিলা
দেশ ভৈরব-আরবে ! গগণ আবরি
উড়িল শর-নিচয়, বিজলীর ঝলা
সম অনুক্ষণ ঝলি ! মরিল গরজি
গজ-রাজি, বাজী রাজী ! দিয়া গুণ চাপে
হানিল শর শতেক, রুষি রক্ষোনাথ,
ক্ষত্ররাজে ! অর্দ্ধ পথে তাহে শর বর্ষি

কাটিলেক, নৈকষেয় বিঁধিলা গর্জ্জিয়া
পুনঃ অগ্নিময় বাণ! নিবারিলা আশু,
শূর, হেলায় সে শরে' নিবারে যেমতি
মেঘের তরঙ্গ, ঝড় বহিলে প্রবলে!
কিম্বা মেঘাসার যথা কানন-অনলে!
অস্থিরিলা রক্ষঃ-নেতা ভীম শরাঘাতে
বীরের! পর্ব্বতাকারে পড়িল রাক্ষস
অযুত—যথা বিপিনে শুষ্ক পত্র-দল
ঘোর বায়ু-বেগে—তিতি ধরা লহু-স্রোতে!
রক্ষঃ—কুল বীর-কুল পালাইল ত্রাসে
কত, মহোরগে দেখি ভেক-দল যথা;
বিস্তর ক্ষণ যুঝিল দশানন বলী,
কর্ব্বুর-পঙ্কজ-রবি রাজার সহিত—
রণ রঙ্গে; হায় যুঝে নিবিড় কাননে
মৃগেন্দ্র-কেশরী-সহ,যথা মত্ত-হস্তী!—
তবে পরাভূত হয়ে, ক্ষত্রবংশ-পতি
কার্ত্তবীর্য্য-সহ রণে, বিষাদ বদনে
সৈন্য-দলে লঙ্কাপতি গেলা লঙ্কা পুরে!

ইতি শ্রীবীরাবলী কাব্যে কার্ত্তবীর্য্য সহ রাবণ যুদ্ধ নাম
পঞ্চদশ সর্গঃ।

ষোড়শ সর্গ ।

(অতিকায়া-যুদ্ধ !)

রাবণের কনিষ্ঠ পুত্র অতিকায়া অতিশয় যোদ্ধা ছিলেন । লঙ্কা সমরে তিনি লক্ষ্মণের সহিতযুদ্ধে নিহত হইয়াছিলেন ।

শুণ্ড আস্ফালন করি যূথ নাথ যথা
যূথ দলে, হায় পশে কদলী কাননে,—
ভীমকায়-অতিকায় বীর হুহুঙ্কারি
যম-জয়ী-সৈন্য-দলে পশিল সমরে !
রণস্থলে বীর বরে হেরি পালাইল
রঘু চমূ—বনে যথা নিরখি অদূরে
সিংহ কুলে, দীর্ঘ-শৃঙ্গী-কুরঙ্গী পালায়—
ত্রাস-চিত্ত ? কিম্বা যথা তিমির-বিনাশী
রবি দেবের উদয়ে তিমির প্রচয় !
যম রাজ সমকায় ;—রক্ষোবর-কক্ষে
স্বর্ণময়-মুষ্টি—অসি ঝুলে ঝলু ঝলে,
ঝলি রবি-আভা নিভ সে পৃষ্ঠ-উপরি
শোভে প্রকাণ্ড-প্রচণ্ড কোদণ্ড,—কলম্ব
পূর্ণ-তুণ-সহ ; হায় বজ্রানল-তেজা
রিপু-নাশী অস্ত্র শস্ত্র শোভে-সর্ব্ব-অঙ্গে !
খেলিছে কিরীটোপরি রতন-মণ্ডিত
চূড়া, বিদ্যুৎ-ঝলসা-সম চক্‌মকি
চৌদিক্ ! যন লড়িছে এবে সে সুচূড়া,
তুঙ্গ-শৃঙ্গ-শিরে লড়ে যথা তরু-রাজী
বহিলে প্রবলে ঝড় ! কুজ্‌ঝটিকা সম
পরাগ-রাশি আবরে যন নভস্তল !

চরণ চালনে লঙ্কা কাঁপিল অধীরে
টঙ্কারি সরোষে, ভীম-তম শরাসন,
আইলা সমরে ক্রুত, বীর-মদে মাতি,
বীরোত্তম রামানুজ——রক্ষঃ-বংশ-ত্রাস!
গর্জ্জিল রাবণাত্মজ ভীষণ-আরবে-
গরজিলা হুহুঙ্কারে, সৈন্যাধ্যক্ষ সহ,
শূরেন্দ্র সৌমিত্রি, যথা, ভীষণ শরীরী
অহি——দুরন্ত-দংশক—হেরি প্রহারকে!
হেমাদ্রির হেমকান্তি-সম দীপ্যমান—
রক্ষো নররথী-দল, ভীম অস্ত্র পাণি।
কোদণ্ড-টংকার-ধ্বনি উথলিল এবে
শত সিন্ধু-স্রোত-সম! নয়ন-রঞ্জন
কাঞ্চন-কুঞ্চিত-বর্ম্মাদির বিভা-রাশি
উজলিল দশদিশ, ঘোর দাবানলে
যেন! জ্বলে অস্ত্র-রাশি বিদ্যুতাগ্নি-সম
ঘন ঘনাকর রেণু রাশির মাঝারে!
রক্ষোপতি প্রিয়-সুত অতিকায় মহা-
শূর, রামানুজে হেরি হুহুঙ্কার-রবে,—
চতুরঙ্গ দল বলে বেড়িল সমরে.
কুরুক্ষেত্র রণক্ষেত্রে যথা সপ্তরথী
বেড়ে অভিমন্যু বীরে! গর্জ্জি ভীমনাদে
অগ্নি-কণা সমশরে মুহূর্ত্তে বিন্ধিলা
দুর্মদ রাক্ষসে, বলী সৌমিত্রি কেশরী;
শর বর্ষি অতিকায় নিবারিলা তাহে!
ভীষণ মুষল রক্ষ প্রহারিলা রোষে
সুগ্রীবেরে, ভীমাঘাতে মূর্চ্ছিল নৃপতি!—
তীক্ষ্ণশরে পুনর্ব্বার ইষ্বাসে বসারে,
মহেষ্বাস রক্ষোরথী হানিল লক্ষ্মণে;

মেঘাকারে অনম্বর ছাইয়া ধাইল
লেশর রাশি ;হুঙ্কারেক টিলা-সৌমিত্রি
বীরর্ষভ খণ্ড খণ্ড করি আশু তাহা,—
উথলিল রঙ্গে রণ-তরঙ্গ দ্বিগুণ।
ইরম্মদ-কণা-রূপে শরজাল পড়ে
রাশি-রাশি অবিরাম, আলোকিয়া দিক্
ঘোর উল্কাপাত যেন! পড়িল অগণ্য
রক্ষো নর কুল-রথী, পক্কপত্র পুঞ্জ
যথা বন মাঝে! রক্ষঃ-কুঞ্জর-পারীন্দ্র —
বলী সৌমিত্রি দলিলা অগণ্য রাক্ষস
দল, অস্ত্র বলে, — যথা-মহারথী পার্থ
দক্ষিণ-গোগৃহ-রণে কুরু-রাজ-সৈন্য।
মুহূর্ত্তে তিতি বসুধা বহিল চৌদিকে,
প্রবাহ-বাহিণী-রূপে, শোণিত-প্লাবন।
স্তূপাকার শব রাশি আকাশ পরশে!
শত শকুনী গৃধিনী—ভীষণ আকারা—
উড়ি দলে দলে আসে রক্ত মাংস লোভে।
অক্ষয় কবচ হনূ আনিল বীরের
পবনের উপদেশে,—হায় মায়া বলে।
হায়, জানিয়া শুনিয়া-আপন জীবন
যেন ভিক্ষ ছলে, দিল আশু সুধার্ম্মিক!
তাহা দেখি তবে হুঙ্কারি যুড়ি ধনুকে
সৌমিত্রি, অর্দ্ধচন্দ্র শরে আশু কাটিলা
কর্ব্বুর-কুমুদ-ইন্দু,— অতিকায় মুণ্ড।
কমল-ময়-কোমল-শয্যায় রাবণি
যেন বিশ্রাম লভিলা-অস্ত্রের শয়নে।

ইতি শ্রীবীরাবলী কাব্যে অতিকায় বধ নাম ষোড়শ সর্গঃ।

সমাপ্ত।